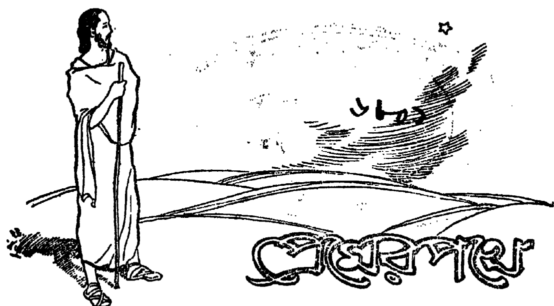


শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দাশগুপ্ত

খ্রীষ্টমাস্
১৯৩১ খৃষ্টাব্দ

৫০

প্রকাশক—শ্রীতারকদাস গঙ্গোপাধ্যায়
যোগেন্দ্র পাব্লিসিং হাউস্
১০৮ গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড্
শালিখা, হাওড়া।



দাম—আট আনা

প্রিণ্টার—শ্রীশশধর ভট্টাচার্য্য
মাসপয়লা প্রেস
১৯।১ ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা



পরিচয়

যীশু খ্রীস্ট

সেণ্ট জন্

যোষেক ... যীশুর পিতা

শিমোন
পিতর
অন্দ্রিয়
যোহন
যিহুদী
} ...যীশুর শিষ্যগণ

পিলাত ... পেলেষ্টাইনের রোমান সম্রাটের প্রতিনিধি

হেরোদ অন্তিপার ... রোমান সম্রাটের অধীন গেলিলোর ইহুদী রাজা

কায়ফা ... প্রধান যাজক

যেকোব ... প্রধান ফরীশী

সলেমন ও আরম ... ইহুদী জন নায়ক

মাটান ... সুদুকী সম্প্রদায়ের নেতা

কসাক ... হেরোদের সেনাপতি

প্রায় দ্বি সহস্র
বৎসর অতীত হইল,
মানবের মঙ্গল ব্রতে,
তুমি মানব রূপে,
মানব রচিত ক্রুশ-কাষ্ঠে,
তোমার মৃত্যুহীন প্রাণ
উৎসর্গ করেছিলে,—
হে মৃত্যুঞ্জয় !
হে প্রতীচীর চির প্রদীপ্ত পাবক !
হে প্রেমময় ভগবান !
বিংশ শতাব্দীর
পরদেশী এক ভক্ত পূজারীর
প্রণাম গ্রহণ কর !

প্রেমের পথে

প্রস্তাবনা

স্থান—মুক্ত প্রান্তর। কাল—সন্ধ্যা।

দিক-চক্রবালে একটা দীপ্ত নক্ষত্র ধীরে ধীরে আকাশের পূর্ব্ব প্রান্তে সরিয়া পড়িতেছিল; তিনজন রাজর্ষি যোড়-করে, নির্ণিমেষ আঁখি তুলে সেই নক্ষত্রটির পানে চাহিয়া রহিলেন,...তারপর মস্তক নত করিয়া গাইতে গাইতে নক্ষত্রটির অনুসরণ করিলেন—

মর্ম্ম মথিয়া তোল জয় গান,
মহা মানবের তোল জয় গান,
অমা সঞ্চিত
নিবিড় নিশা
আলোক মাঝারে হের, হল অবসান।
নমো, নমো নর দেব! নমো ভগবান

—প্রেমের পথে—

প্রাণে প্রাণে পরশি তীর্থ
এসেছে বিশ্ব পাবন,
নিখিল চিত্ত মোহন,
কোথা পাপী,—কোথা অভাজন ?
এস এস লভিগে ত্রাণ।
এ অজানা অলোক কাহিনী,
এখনো জগৎ শোনেনি।
জানাতে বারতা,
শোনাতে কাহিনী,
হের মহা নীলিমায়
দীপ্ত তারাটি দিতেছে পথের সন্ধান !



প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—বেৎলমের তোরণ-দ্বার। কাল—প্রভাত।

পলায়মান নাগরিকগণের বক্ষঃ তলে লুকাইত শিশু-গণকে কাড়িয়া লইয়া রাজা হেরোদের সৈন্যগণ হত্যা করিতেছিল। আর্ত্তনাদ, হাহাকারে আকাশ, বাতাস পরি-ব্যাপ্ত। হঠাৎ তোরণ-মঞ্চে সেনাপতি কসাক উঠিয়া বজ্র কণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিল—

কসাক। একটিও যেন বেঁচে না থাকে।...একটিও না,...নিঃশেষে হত্যা কর, হত্যা কর—

প্রঃ নাগ। আমার এই একটি মাত্র ছেলে...

কসাক। দেওয়ালের গায়ে আছ্‌ড়ে মার। দেখ, দেখ,—ঐ আর এক অভাগা কাপড় ঢাকা দিয়ে পুত্র নিয়ে পালাচ্ছে,...কেড়ে নাও, কেড়ে নাও,—পাষাণের ঘায়ে মস্তক চূর্ণ করে দাও,—

[দুইজন সৈন্য মুক্ত তরবার হস্তে ছুটিয়া গেল]

প্রঃ নাগ। শিশুর আনন্দ কলরবে গৃহ আমার নিত্য মুখর থাকত,...আজ নিথর, নীরব,—শূন্য কুটীর কক্ষ!

সবকে হত্যা করেছ,...এই একমাত্র অবশেষ,—দয়া কর... ভিক্ষা দাও এ ক্ষুদ্র শিশুটিকে—

কসাক। সৈন্যগণ!—তরবারের একটা ঘায়ে এক সঙ্গে দুজনকে—

[মুহূর্ত্তে সৈন্যের তরবারির আঘাতে পিতা পুত্র মাটিতে লুটাইল]

প্রঃ নাগ। [মৃত্যু-কাতর কণ্ঠে] ওঃ! ভগবান! ভগবান! [মৃত্যু]

কসাক। হাঃ...হাঃ...হাঃ...ভগবান কোথায়?—ভগবান রাজা হেরোদকে ভয় করে।

দ্বিঃ নাগ। কেন এ নির্ম্মম, নিষ্ঠুর হত্যা সেনাপতি? তোমাদের কি পুত্র পরিজন নেই?...গৃহ কি তোমাদের ধূ ধূ উষর মরু? এই কচি হৃদপিণ্ডের রক্তধারা তোমাদের চোখে ছিট্‌কে পড়ে কি এক বিন্দু অশ্রু গলাতে পারেনি?

কসাক। কেন?—সে ভণ্ড, প্রতারক ঋষিগণকে জিজ্ঞেস করগে।—কেন তারা এল,...অপর্য্যাপ্ত উপহার নিয়ে ইস্রায়েলদের ভাবী রাজাকে পূজা কর্ত্তে?—কৈ সে রাজা?—উল্লাসে পেলেষ্টাইনবাসিগণ মেতে গেল—রাজা হেরোদের বিরুদ্ধে হীন ষড়যন্ত্রে, যার আশায়?

তৃঃ নাগ। রাজা হেরোদ মিথ্যা আতঙ্কে ব্যাকুল হয়েছেন।—

কসাক। মিথ্যা?—তবে কেন বৈৎলমের গোশালায় পূজারীগণের এত ভীড় লেগেছিল? কেন ইস্রায়েলের ভাবী রাজার নামে এত জয়ধ্বনি উঠ্‌ল? সে ঋষিগণ যদি আজ সুমুখে থাকত, দেখে যেত কি রক্তস্রোত বহিয়ে দিয়েছি বৈৎলমের শৈলগাত্রের উপর দিয়ে! দেশের একটা শিশুকেও জীবিত রাখব না,...দেখি ভগবান কি করে নিজের পুত্রকে রক্ষা করেন।

তৃঃ নাগ। দেশে কি আর কোনও শিশু জীবিত আছে সেনাপতি? ওঃ—হোঃ—হোঃ! এই বুকের মাঝে তাকে চেপে রেখেছিলেম,—এখনো সে সুকুমার অঙ্গের কোমল স্পর্শ অঙ্গে অঙ্গে লেগে আছে আমার!—কিন্তু সে নেই।... নিষ্ঠুর! জল্লাদ! তুমি তাকে হত্যা করিয়েছ! এক রত্তি মাণিক আমার! কথা ফোটে নি...শুধু রাঙ্গা ঠোঁটের কোণে ঈষৎ হাসির রেখা! কি মন ভুলানো নীল আঁখি তুলে চাইত! ওঃ! দেখলেম,—এই চোখের উপর তার হত্যা!... তীরের ঘায়ে হৃদপিণ্ড ছিন্ন হয়ে গেল,...ফিণ্‌কি দিয়ে রক্ত ছুট্‌ল! তারপর—নিথর, নিস্পন্দ! ওঃ! হোঃ! এই সব নিষ্পাপ শিশুগণের কঙ্কালে তোমার যে কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মিত

হচ্ছে,—মিশরের গগনস্পর্দ্ধী পাষাণ স্তূপ 'পিরামিডের' উচ্চতার গৌরব বুঝি তার কাছে হীন হয়ে পড়ে !

কসাক। সৈন্যগণ !—

তৃঃ নাগ। জল্লাদ ! সৈন্য লেলিয়ে দিয়ে কি কর্ব্বে আমায় ? তারা কি তেমন আঘাত দিতে পার্ব্বে যে আঘাত এ বুকে পেয়েছি ?—

কসাক। এ উদ্ধত বিদ্রোহীকে বন্দী কর !—

[সৈন্যগণ আসিয়া নাগরিককে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিল]

তৃঃ নাগ। বন্দী কর্লে শয়তানের সহচর ? হয়ত নিষ্ঠুর অত্যাচারে আমায় জর্জ্জরিত কর্ব্বে। কর,—যত পার, কিন্তু মনে রেখ,...শেষের সে দিন !...যে দিন ঐ রুদ্র কণ্ঠের গর্ব্বিত বাণী চিরদিনের জন্য স্তব্ধ হয়ে যাবে,— ঐ স্ফীত বক্ষের একটা ক্ষীণ স্পন্দনও তোমার ঐ সশস্ত্র সৈন্যগণের সমস্ত শক্তি দিয়েও জাগিয়ে রাখ্তে পার্ব্বে না।

সৈন্যগণ। চুপ্,—চুপ—

তৃঃ নাগ। আমার কণ্ঠ রোধ কর্ত্তে পার্ব্বে।—কিন্তু ভগবানের কাছে ঐ যে অস্ফুটবাক অসংখ্য শিশুগণের আর্ত্তনাদ ঝড়ের বেগে ছুটে চলেছে, কর দেখি তার গতি রোধ ?—ঐ যে মর্ম্মভেদী দীর্ঘ নিশ্বাস আকাশ, বাতাস

বিদীর্ণ করে উর্দ্ধ পানে ধায়,—পার কি তার পথ আগ্‌লে রাখতে শয়তান ?—

কসাক। কোড়া লাগাও,—পিঠের ছাল তুলে ফেল, শ্বাসরুদ্ধ অন্ধ কারাগারে নিক্ষেপ করে খুঁচিয়ে, খুঁচিয়ে মার।

[কয়েকজন সৈনিক কোড়ার ঘায়ে ক্ষত বিক্ষত করিয়া বন্দীকে লইয়া প্রস্থান করিতেছিল]

তৃঃ নাগ। রুদ্ধ করেছি কণ্ঠে পীড়িতের ক্রন্দন,—নয়নে চেপেছি ব্যথার অশ্রু। মনে কর শয়তান,—সেই শেষ বিচারের দিনটিকে। ঐ রক্ত রাঙ্গা হস্তকে কোন তীর্থোদকে শুভ্র করে মহাশক্তির নিকট করযোড়ে দাঁড়াবে তার কথা একবার ভেবে দেখ ;—

[বন্দীকে লইয়া সৈন্যগণের প্রস্থান]

কসাক। প্রতি ঘর খুঁজে দেখ,—কোনও নিভৃত কোণে, কোনও রুগ্ন, মুমূর্ষু শিশু হয়ত চোখের আড়ালে পড়ে আছে ;...আজ দিনের শেষ সব নিঃশেষ চাই।

দ্বিঃ নাগ। দয়া কর,—দয়া কর—

কসাক। দয়া ?—হাঃ, হাঃ, হাঃ। ভাল করে ওর ঘর খুঁজে দেখ,—অলি, গলি, কোণ, কানাচ সব,—

দ্বিঃ নাগ। দোহাই তোমাদের !—আজ তিন দিন, এক ফোঁটা দুধ, জল মুখে পড়ে নি,...তিন দিন আমার

চোখের ঘুম, মনের শান্তি কেড়ে নিয়ে রোগ শয্যায় পড়ে ছট্ ফট্ কচ্ছে,—রক্ষা কর এই মাতৃহারা অভাগাকে ;—এ তুনিয়ায় একমাত্র তুধের শিশু,—এই দগ্ধ ধরিত্রীর এক বিন্দু শিশির—

কসাক। ঐত! ছোট,—ছোট, শীগ্গির,—শীগগির—হত্যা কর—হত্যা কর।

[কোষ হইতে তরবার টানিয়া লইয়া তুই জন সৈনিকের প্রস্থান,তাহাদের পশ্চাতে রোরুদ্যমান নাগরিকের প্রস্থান।]

কসাক। ঐ দেখ,—ঐ পথে,...শত শত নারী।—কৃষ্ণবসনা,—রুক্ষ লুলিত কেশপাশ, বক্ষে লুক্কাইত শিশু! দৌড়, দৌড়, হত্যা কর,...পালাচ্ছে,...পালাচ্ছে বর্শা ছুঁড়ে মার,—

[বর্শা ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে সৈন্যগণের প্রস্থান। নেপথ্যে—আর্ত্তনাদ, কোলাহল।]

কসাক। [নেপথ্যের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া] হাঃ—হাঃ—হাঃ! সব নিঃশেষ! ঋষিগণ! দেখ এসে,—ইস্রায়েলের রাজার ছিন্ন মুণ্ড কোথায় পড়ে আছে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—পথ। কাল—অপরাহ্ণ।

সলেমন, আরম ও মাটান।

আরম। ইহুদীরাজ্যের উদ্ধারকর্ত্তা নাকি এসেছেন ?

সলেমন। আস্‌বেন না ? ঈশ্বরের বাক্য কখনো ব্যর্থ হবে না। তিনি বলেছিলেন,—নিশ্চয় আমাদের উদ্ধারকর্ত্তাকে পাঠাবেন।

আরম। পরাধিনতার এ লৌহ নিগড় আর যে সহ্য হয় না। মুষ্টিমেয় বিদেশী রোমান কি অমানুষিক অত্যাচারে দেশকে স্বেচ্ছাচারী শয়তানের শকট তলে চেপে রেখেছে !

মাটান। রোমানদের এ অত্যাচার সম্ভব হয়েছে,—আমরা নিজেদের মধ্যে নিজেরা বিশ্বাসঘাতক বলে।... রাজা হেরোদের কাণ্ডটা দেখ্‌লে না ?—সে নিজে ইহুদী, ...রোম সম্রাটের পদলেহন করে তাঁর উচ্ছিষ্ট অনুগ্রহ...এই পেলেষ্টাইনের রাজগদী পেয়ে ঘরে ঘরে কি হাহাকার তুলেছিল ! পুত্রহারা নারীগণের মর্ম্মছেঁড়া আর্ত্তনাদ এখনো আকাশ, বাতাসকে বিষাদময় করে রেখেছে।—কি হিংস্র আকাঙ্ক্ষা তার তুচ্ছ এ ক্ষমতাটুকুর জন্য,—যা রোমান সম্রাটের একটা অঙ্গুলি হেলনে খসে পড়ে।

আরম। সে রোমহর্ষণ, বীভৎস কাহিনীর কথা আর তুল না ভাই! সমস্ত ইহুদী জাতির উপর ঘৃণা হয়। রোমানেরা বিদেশী, আমাদের সুখ-দুঃখ ভাব্‌বার তাদের আবশ্যকতা নেই; তারা ত চাইবেই দেশকে সর্ব্বরকমে দাস করে তাদের অপ্রতিহত আধিপত্য প্রবল রাখতে, তারা ত চাইবেই দেশকে সম্পূর্ণ কাঙাল করে তাদের ধন ভাণ্ডার স্ফীত কর্ত্তে। কিন্তু আমরা?—এ হীন, নীচ দেশ-দ্রোহী ইহুদীগণ?—বিদেশী সম্রাট প্রদত্ত প্রসাদ-পাদুকা মাথা পেতে নিয়ে দেশের কি সর্ব্বনাশ কচ্ছি।

মাটান। হেরোদত গেছে তার নিষ্ঠুরতার কলঙ্ক-কীর্ত্তি বৈৎলমের পর্ব্বত গাত্রের পাষাণ রেখায় অঙ্কিত করে, পাপের বোঝা নিয়ে পরপারে;—তার পুত্রগণের অত্যাচার আরো অসহ্য হয়ে উঠেছে। ক্ষিপ্ত প্রজাগণকে উত্তেজিত করে দিয়েছি তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আন্‌বার জন্য রোমান সম্রাটের কাছে।

আরম। ভালই করেছ। বিদেশীর শাসন তবু সয়ে গেছে, সম্রাটের অনুগ্রহপুষ্ট এই সব দেশদ্রোহীর চোখ রাঙানি সহ্য হয় না। সূর্য্যকিরণ সওয়া যায়, পায়ের তলার তপ্ত বালি অসহ্য। সলেমান! তুমি চুপ করে আছ যে?—আমাদের রাজার জন্য আর কয়দিন অপেক্ষা কর্ব্ব?

সলোমান। বেশী দেরী নেই। পরমপিতা যে তাঁকে পাঠিয়েছেন একথা সাধুগণের মুখে মুখে রটে গেছে।

[যেকোবের প্রবেশ]

যেকোব। রাজার জন্য সব মাতোয়ারা।—রাজা কি অমনি আসে? তোমরা কয়টা মেষ উৎসর্গ করেছ? কয়টা পায়রা মানসিক রেখেছ? পরমপিতার দয়া কি বিনি-পয়সায় পেতে চাও? খাঁচায়, খাঁচায় পায়রা নিয়ে এস, শত শত মেষ, অজা সংগ্রহ করে এনে বলি দাও—ধর্ম্ম-মন্দিরের বেদীমূলে, দেখ্‌বে রাজাকে নিয়ে স্বর্গ হতে রথ নেমে আস্‌ছে মেঘ-বাদলা ভেঙ্গে।

আরম। তিনি যে এসেছেন।

যেকোব। হুঁ, এসেছেন? একটা কবুতর উৎসর্গ করনি, একটা ছাগ-শিশু বলি দাওনি অমনি তিনি এসে গেলেন? আমরা 'ফরীশীরা' জানি না আর তোমরা জেনে গেলে!

আরম। কয়জন সাধু এসে না বলে গেছে?

যেকোব। তারাই ত সর্ব্বনাশ করেছে। একটা মিথ্যা কথা রটিয়ে দেশের শিশুগুলির মাথা খেল। হেরোদ ত গেছে, আবার যদি তেমন কথা রটাও হেরোদের পুত্র রাজা আর্খিলা কারো ঘাড়ে মাথা রাখ্‌বে না।

—প্রেমের পথে—

[ইজ্‌কেলের প্রবেশ]

ইজকেল। আর্খিলার সেদিন গেছে।—রোম সম্রাট তাকে-পদচ্যুত করেছেন। পথে পথে এখন যাদু ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

মাটান। যাক, বাঁচা গেল। তার বিরুদ্ধে কি কম ষড়যন্ত্র করেছি? আমরা হলেম 'সুদুকী' আমাদিগকে ছেড়েও সে কথা কইত না। এখন মজা দেখ!

যেকোব। সে মরুক গে। পরমপিতা যদি ইহুদীদের রাজাকে পাঠিয়ে দেন, আমরা আর্খিলারই বা কি ধার ধারি, রোম সম্রাটেরই বা কি ধার ধারি?—

মাটান। তা বটে, তা বটে।

যেকোব। নিস্তার পর্ব্ব এসে গেল, সেদিন যা যা কর্ত্তে হবে তার একটা হিসেব করে রেখেছি।—

আরম। কৈ? দেখি।

যেকোব। এখন দেখ্‌বে কি? স্নান করেছ?

আরম। হিসেব দেখব, এতে আবার স্নান করা কেন?

যেকোব। একি তোমার বাড়ীর ঘরকন্নার হিসেব মনে করেছ নাকি? পরমপিতার পূজার হিসেব স্নান না করে ছুঁয়ে দেবে? ধর্ম্ম, কর্ম্ম মান না, এজন্যই ত দাসত্বের বোঝা বোয়ে মচ্ছ।

আরম। বোঝা কি একা আমরা বয়ে মচ্ছি? তোমাদের কি বইতে হয় না?

যেকোব। আমরা হলেম 'ফরীশী',—ঈশ্বরের আপনার জন, আমাদের সঙ্গে তুলনা কর?—আমাদের পায়ের তলে মস্তক নত করে না এ দুনিয়াতে এমন কে আছে?—

আরম। 'ফরীশী'ই বল আর 'সুদুকী'ই বল রোমানদের পাদুকা প্রহারে কিন্তু সকলের মস্তকই আজ জর্জ্জরিত।

যেকোব। এঁ্যা! আমি 'ফরীশী' আমাকে এমন অবজ্ঞার ভঙ্গীতে কথা বল? ছুঁচো, পাঁজি—

ইজ্‌কেল। এঁ্যা! আমি 'সুদুকী' আমাকে এমন কথা বল? বেল্লিক, বদখত।

আরম। খবরদার!—মুখ সাম্‌লে কথা বল।

যেকোব। মুখ সামলাব কি?—মেরে হাড় গুড়ো করে দেব।

ইজ্‌কেল। মাথা ফাটিয়ে দেব।

আরম। অম্‌নি আর কি? ভারি ত বীর,...ইঁদুর মেরেছ আড়াইটা।

[ঝগড়া কোলাহল করিতে করিতে সকলের প্রস্থান]

—০—

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—মিশরের পল্লী-ভবন। কাল—উষা।

গৃহাভ্যন্তরে নিদ্রিত যীশু, পার্শ্বে সুপ্তোত্থিতা পিতা যোষেফ। মুক্ত গবাক্ষ দিয়া উষার বর্ণ-জ্যোতিঃ দিগ্বলয় রেখায় ঈষৎ দেখা যাইতেছিল, আকাশের এ অস্ফুট আলোকের মধ্যে দেবদূতের উজ্জ্বল মূর্ত্তি প্রকট হইয়া উঠিয়াছে।—তাঁহার বক্ষের উপর বাম হস্ত স্থাপিত, দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া সুদূর পানে ইঙ্গিত করিতেছেন। একটা আলোক বেষ্টনী চতুর্দ্দিকে উদ্ভাসিত। যোষেফ স্থির অপলক দৃষ্টিতে দেবদূতের পানে চাহিয়া আছেন। মূর্ত্তি যখন ধীরে ধীরে আকাশ গায়ে মিলাইয়া গেল, তিনি ঘুমন্ত যীশুকে জাগাইতে লাগিলেন।

যোষেফ। যীশু! যীশু! ওঠ বৎস! [নিম্নস্বরে] তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক ভগবান। যীশু,...যীশু—

যীশু। [জাগ্রত হইয়া] পিতা!—

যোষেফ। ওঠ বৎস!

যীশু। রাত্রি ভোর হয়েছে?

যোষেফ। দিক্-চক্রবালে বালারুণ দ্যুতির বিকাশ হয়েছে। এই আলো-অন্ধকারের মধ্যেই আমাদের মরুভূমি পেরিয়ে যেতে হবে।

যীশু। কোথায়?

যোষেফ। পেলেষ্টাইনে।

যীশু। কেন পিতা?

যোষেফ। সেই ত আমাদের স্বদেশ।

যীশু। এই মিশর?—

যোষেফ। এইখানে আমরা পালিয়ে এসেছি।

যীশু। পালিয়ে এসেছি? কেন?

যোষেফ। সে এক অদ্ভুত, অলৌকিক কাহিনী।... বৈৎলেম পর্ব্বতের নিভৃত একটা গোশালায় প্রথম যেদিন তোমার অধরের আধ বিকশিত হাসি, তোমার এ উদ্‌ভ্রান্ত চিত্ত পিতামাতার মন প্রাণ ভাবে বিভোর করে দিয়েছিল, সেদিন আকাশে যেন আলোকের মহোৎসব লেগেছিল। রাত্রি প্রহরাতীত।—মেঘের স্তরে স্তরে রূপোলী রঙের বিচিত্র রশ্মিলীলা বিসর্পিত করে চতুর্দ্দশীর চাঁদ অনন্ত নীলিমার অপার সমারোহের মধ্যে উদ্ভাসিত,—বৈৎলমের গিরিগাত্রে, অরণ্যানীর শ্যাম শোভার উপর বিলোল জ্যোৎস্নার বিকশিত সৌন্দর্য্য! এই স্বচ্ছ, শুভ্র, স্ফুট চন্দ্রালোকে আকাশের উদার বক্ষে ফুটে উঠ্‌ল দেবদূতের অপূর্ব্ব অম্লান মূর্ত্তি!—শান্ত, সুন্দর, ভাস্বর! চোখে আমার তখনো তন্দ্রার আবেশ। একটা স্বর্গীয় সঙ্গীত যেন ভেসে

এস...সুপ্ত মর্ম্মের কোণে, কোণে অমৃত বর্ষণ করে। তন্দ্রা টুটে গেল, মুগ্ধ নেত্রে আকাশ পানে চাইলেম,...দেখলেম, চোখের সম্মুখে আলোকোদ্ভাসিত দেবদূতের দিব্যমূর্ত্তি। তিনি এই মিশরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে, তোমায় নিয়ে এথায় পালিয়ে আসতে আদেশ কর্লে'ন।

যীশু। কারণ?

যোষেফ। রাজা হেরোদ তোমায় হত্যা কর্ব্বার চেষ্টায় ছিল।

যীশু। কি অপরাধ আমার?

যোষেফ। সে নিজে অপরাধী। তার শঙ্কিত প্রাণে সদা শঙ্কা তুমি ইস্রায়েলের রাজা হবে।

যীশু। আমি রাজা হব?

যোষেফ। তোমার জন্ম তিথি দিনে তিনজন ঋষি এসে সমৃদ্ধ উপহার দিয়ে তোমায় রাজা বলে সম্বর্দ্ধনা করে-গেছেন। তাই হেরোদ ভয় পেয়েছে,—তার পাপ লিপ্সা, তার অনাহত ক্ষমতার অবারিত অত্যাচার, তার দম্ভের সিংহাসনের বিরুদ্ধে তুমি এসে দাঁড়াবে।

যীশু। কি ক্ষমতা আমার?

যোষেফ। পাপীর মনে সদা আশঙ্কা, গাছের পাতা নড়লে তারা শিঁউরি ওঠে।

যীশু। তবে এখন আবার কেন ফিরে যাচ্ছি সেথা ?

যোষেফ। আজ আবার সে দেবদূতের দেখা পেয়েছি। তিনি আমার সুপ্তি ভেঙ্গে তোমায় নিয়ে ফিরে যেতে আদেশ করে গেলেন।

যীশু। কিন্তু পিতা! এ মিশর যে আমার বড় ভাল লাগে। এর গাছ পালার সঙ্গে আমার ভাব হয়ে গেছে। আমার সে গোলাপটির কলি এসেছিল, রাত্তিরে বোধ হয় ফুল ফুটেছে, আমার পোষা প্রজাপতিটি নিত্যি এসে সন্ধান করে যায়,—ফুল ফুটেছে কিনা! ভারি মিষ্টি গন্ধ না গোলাপ ফুলের ? যেমন বাহারে রঙ্, তেমনি সৌরভভরা,—এ সব ছেড়ে যেতে আমার প্রাণ কেমন কচ্ছে! এ সুন্দর গোলাপ যিনি গড়েছেন, তিনি কত সুন্দর পিতা ?—আমি নিরিবিলি বসে নিত্যি ভাবি সে অপরূপ সুন্দরের কথা।

যোষেফ। তিনিইত দেবদূতের মুখে বলে পাঠিয়েছেন তোমাকে নিয়ে দেশে ফিরে যা'বার জন্য।—হেরোদ মরেছে তোমার মস্তক লক্ষ্য করে কেউ আর তরবার তুল্‌বে না।

যীশু। তবে চল পিতা!

যোষেফ। তোমার মা মেরীর বোধ হয় এখনো ঘুম ভাঙ্গেনি, তাঁকে জাগিয়ে দাওগে। আমি ততক্ষণ জিনিস পত্তর গুছিয়ে নিই। একটু সত্বর কর—সম্মুখে মরুভুমি, নীল

নদের ওপারে আবার মরুভূমি ; সূর্য্যের আলো প্রখর হওয়ার আগেই আমাদের মরুভূমি পেরিয়ে যেতে হবে।

যীশু। যাই। মা! মা! ওঠ মা!

[ডাকিতে ডাকিতে প্রস্থান]

যোষেফ। অপার অনুগ্রহ তোমার ভগবান! তুমি তোমার সন্তানের ভার নিয়েছ, তবু কেন এ দুর্ব্বল হৃদয় শঙ্কায় আকুল হয়? তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক, সত্য হোক।

[করযোড়ে ঊর্দ্ধ পানে চাহিয়া রহিলেন]

—*—

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—পেলেষ্টাইনের প্রাসাদ-কক্ষ। কাল—সন্ধ্যা।

রাজা হেরোদঅন্তিপার ও পারিষদগণ

প্রঃ পারি। সূর্য্য যে আকাশ গায়ে এত ঘোরা ফিরা করে কার আজ্ঞায় জান?

দ্বিঃ পারি। তা আর জানি না?—ভারি ত শেখাচ্ছে? ...আমাদের মহারাজ যখন দিনের মেহনতে ক্লান্ত হয়ে পড়েন, সন্ধ্যার ছায়াখানি সে সারা বিশ্বে বিছিয়ে দেয়। মহারাজকে ঘুম পাড়াবার জন্য রাত্রিকে পাঠায়, মহারাজের চক্ষে যতক্ষণ ঘুমের নেশা ততক্ষণ বাছুর উঠ্‌বার যো নেই।

এমন করে আজ্ঞাপালন রাজপ্রাসাদের বিশ্বস্ত ভৃত্যেরাও করে না।

প্রঃ পারি। চাঁদ বেটা কিন্তু উঁকি ঝুঁকি মেরে,—একটু খানি হেসে খেলে, জ্যোৎস্না ঢেলে, পলে পলে মাসে পোনেরো দিন কামাই করে। মহারাজ সে দিকে কিন্তু একটু লক্ষ কচ্ছেন না।

তৃঃ পারি। মহারাজের সময় কোথায়?

প্রঃ পারি। কিন্তু সময় একটু না কর্লে যে আমরা বাঁচিনা। মাসের আর্দ্ধেকটা রাত্রি ঘুট্ ঘুটে অন্ধকার থাকবে এ কেমন বেয়াড়া কথা?

দ্বিঃ পারি। উত্তর মেরু প্রান্তে বাছাধনকে নির্ব্বাসিত কর্ত্তে পার্লে মজা দেখতেন,...ছটি মাস দিন রাত হাজিরা দাও, একটু খানি ফুর্সৎ কপালে জুট্‌ত না যে একটু জিরিয়ে নেন। সূয্যির কি কম কষ্ট?—ছটি মাস দিন রাত জ্বলে পুড়ে মর্‌ছেন, আকাশে একটু খানি মেঘ নেই যে ছায়ায় এসে বসেন, শুধু ধূ ধু তুষার মরু,—পা রাখলে সমস্ত শরীর অসাড় হয়ে ওঠে!

হেরোদ। চন্দ্র সূর্য্য আমার আদেশ উপেক্ষা করে না; কিন্তু এ গালিলোর অধিবাসিগণ আমার বিরুদ্ধে আবার ষড়-যন্ত্র পাকিয়ে তুল্‌ছে।

প্রঃ পারি। সে প্যাকের প্যাঁচে নিজেই আট্‌কে যাবেন মহারাজ !

হেরোদ। আরে শুনেছ ? ইস্রায়েলের এক রাজা নাকি স্বর্গ হতে নেমে এসেছেন।

দ্বিঃ পারি। স্বর্গ হতে এসেছেন, নরকে পঁচে মর্ব্বেন।

হেরোদ। তবু একটু সাবধান দরকার, যদি দেখি রাজা রাজা বলে আবার চীৎকার ওঠে—কচি বুড়ো কারো ঘাড়ে গর্দ্দান রাখ্‌ছিনা এবার।

দ্বিঃ পারি। তাত রাখ্‌বেনই না। আপনার পিতা রাজা হেরোদ শুধু কচি মেরে হাত কালো করেছেন। আপনি এক ধাপ উপরে উঠ্‌বেন বৈ কি !

তৃঃ পারি। কচি মেরে কি সুখ আছে ? এত গুলো মারা গেল একটা রক্তের নদী বইল না, পঁচা শবের গলিত গন্ধে রাজ্যের লোক ছুটে পালাল না, শেয়াল শকুনির হাট বসল না। একি আর মারা ? হত্যা কর্ব্বেন তাজা, তাজা বলিষ্ঠ প্রাণ,—টগ্‌ বগ্‌ করে রক্ত ছুটবে, শকুনির দল কলিজা নিয়ে কাড়া কাড়ি কর্ব্বে, রাস্তা ঘাটে মৃতস্তূপের পাহাড় বসে যাবে। তবে ত মারা।—

হেরোদ। যদি আর এক জন রাজার দরকার হত রোম সম্রাট রজগদীতে আমায় বসাতেন না।

প্রঃ পারি। মহারাজ রাজ গদীতে বস্‌লেন বটে কিন্তু আমোদ হল না।

দ্বিঃ পারি। হলো না কি রকম? হেরোদিয়া কেমন সে দিন নাচল!—সভা শুদ্ধ লোক দেখে অবাক।

হেরোদ। কিন্তু এ নিয়ে নাকি দেশ শুদ্ধ কানাকানি হচ্ছে?

দ্বিঃ পারি। কানে যাদের মায়া নেই তারাই কানা-কানি কচ্ছে।

হেরোদ। রাত দিন রাজ্যের কাজ নিয়ে ঘেনর্ ঘেনর্ একি আর ভাল লাগে?—

তৃঃ পারি। আজ্ঞে, তা কি লাগে?

হেরোদ। রঙিণ প্রাণে একটু ফূর্ত্তি,—একটু আয়েস—

দ্বিঃ পারি। আর খাওয়ার সময় দুটো টোষ্ট, এক রেকাবি পায়েস—

তৃঃ পারি। আর শোয়ার সময় একটু নরম বিছানা,—একটু ফুলের ফুর্ ফুরে গন্ধ—

দ্বিতীয় পারিষদ গাইতে আরম্ভ করিল, সঙ্গে সঙ্গে অন্যেরাও যোগ দিল—

জীবনটা শুধু সুখের তরণী বাওয়া.
রঙিণ নেশার পাল তুলে
মলয় হাওয়ায় ভেসে যাওয়া।

—প্রেমের পথে—

শুধু একটুকু, হাসি
একটুকু গান
নিশীথ বাঁশীর একটা মধুর তান,
শুধু বুকের তলের লুকানো বাসনা
বিলাস লীলায় নাচিয়ে দেওয়া।



প্রথম দৃশ্য

স্থান—যীরুশালেমের মন্দির। কাল—প্রভাত।

মন্দির প্রাঙ্গনে ভিড় লাগিয়াছে। অসংখ্য জনতা ছুটো-ছুটি করিতেছে। "ফরীশী"গণ গর্ব্বিত চরণক্ষেপে মন্দির-অলিন্দে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। প্রাঙ্গন পার্শ্বে পায়রা, মেষ-শাবক বলির জন্য বাঁধা হইয়াছে। পূজারীগণ গান ধরিয়াছে তাদের হস্তে ধূমায়িত, ধূপদানী।

দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ বরষ-পরে,
একি কলরব তোমারি দুয়ারে!
একি সঙ্গীত ছন্দ, রূপ গন্ধ,
ভুবন ভরিয়া তোমারি আনন্দ বিথারে।
ফুলে ফুলে ফোটে চমকি তোমারি হাসি।
অম্বরে,অম্বরে পাপিয়া ফুকারে তোমারি বাঁশী।
গিরি গহ্বরে, সিন্ধু লহরে,
আরতি তব মুখরে,
একি মঙ্গল মধুর স্বরে!

—প্রেমের পথে—

[প্রাঙ্গনের বহিঃচত্তরে যীশু ও যোষেফ প্রবেশ করিলেন]

যোষেফ। ঐ মন্দির দেখ বৎস! এর ঐ অভ্রভেদী স্বর্ণ চূড়, ঐ পুষ্পিত কারুখচিত মসৃণ সুন্দর মিনার, এর ঐ শুভ্র স্ফটিকসন্নিভ গম্বুজ, কত ভক্ত পূজারীর পবিত্র হস্তের তন্ময় পরশে রচিত তার অপূর্ব্ব কথা তোমায় শোনাব বৎস!

যীশু। সুন্দর মন্দির!

যোষেফ। আজ সকলের অন্তরের সঞ্চিত ভক্তি ঐ মন্দিরের বেদী তলে উৎসর্গ করে কৃতার্থ হবে।

যীশু। কিন্তু পিতা! এত পায়রা, মেষ কেন এখানে আনীত হয়েছে?

যোষেফ। প্রভুর উদ্দেশে তাদেরে উৎসর্গ করা হবে।

যীশু। এ দান কি তিনি গ্রহণ কর্ব্বেন?

যোষেফ। আব্রাহামের আমল থেকে ত করে আস্‌ছেন।

যীশু। তিনি কি স্নেহময় নন? এ নির্ব্বোধ, অসহায় পশু পক্ষীর উপর কি তাঁর করুণা নেমে আসে না? তিনি কি শুধু আব্রাহাম বংশের বন্ধু?...এ বিরাট অপ্রমেয় বিশ্ব... তার অগণিত প্রাণী...ঐ গোলাপ, মতিয়া—ঐ খর্জ্জুর, তমাল কি তাঁর উদার দয়ানুরঞ্জিত স্নিগ্ধ ছায়ার তলে আশ্রয় নেয় নি?

যোষেফ। অত চেঁচিয়ে কথা বল না। 'ফরীশীরা' শুন্‌তে পেলে মহা অনর্থ কর্ব্বে।

যীশু। এর জন্য কি তাদের প্রাণে ব্যথা গুম্‌রে ওঠে না? তারা কি মানুষ নয়?—তাদের মর্ম্মের স্নেহ, মমতা কি এই সব নিরপরাধ প্রাণী গুলির রক্তে ধুয়ে গেছে? ঐ দেখ পিতা! কি নির্ভাবনায় ঐ মেষ শাবকগুলি কচি দূর্ব্বাদলের হরিৎ শীর্ষগুলি খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে,...কি মনের আনন্দে কলরব তুলেছে ঐ কবুতরেরা কণ্ঠে কণ্ঠে!—সে কণ্ঠ ছিন্ন করে রুধির ধারায় পরম পিতার যারা তর্পণ কর্ব্বে তারা মানুষ না শয়তান?

যোষেফ। চুপ্—চুপ্ বৎস!

যীশু। কেন আমায় এ মন্দিরে নিয়ে এলে পিতা? আমার যে ধ্যান ভেঙ্গে যাচ্ছে। দ্বাদশ বর্ষ ধরে পরম পিতার যে বন্দনা আমায় শিখিয়েছ, এখানে এনে সব যে ভুলিয়ে দিচ্ছ!

যোষেফ। ঐ ঊর্দ্ধপানে চেয়ে পরম পিতার ধ্যানে মনকে আবিষ্ট করে রেখ।

যীশু। তবে এস এ মন্দির ছেড়ে চলে যাই। ভগবানের এখানে কোন সাড়া পাব না। চল ঐ নিরালা পর্ব্বত-গহ্বরে,—জন মানব শূন্য ঐ দূর প্রান্তরে,...সেখানে কেউ নেই পিতা! শুধু ঊর্দ্ধে আলোকোদ্ভাসিত উদার আকাশ, চারদিক ঘিরে বনানীর অপূর্ব্ব শ্যাম সমারোহ।—

[মন্দির মধ্যে ঘণ্টা বাজিতে লাগিল]

যোষেফ। ঐ শোন ঘণ্টা ধ্বনি ! ভগবানের পূজার জন্য ঐ ঘণ্টাধ্বনি সকলকে আহ্বান কচ্ছে।

যীশু। আমি কিন্তু শুনছি পিতা ! ঐ ঘণ্টার ধ্বনির মধ্যে ঐ নিরীহ প্রাণী গুলির অশ্রান্ত রোদন।

যোষেফ। তোমার মন উত্যক্ত হয়েছে, চল পাহাড়ে বেড়িয়ে আসি। [উভয়ের প্রস্থান]

[গাইতে গাইতে 'ফরীশী'গণ ধর্ম্ম-মন্দিরের দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের পুরোভাগে প্রধান 'ফরীশী' যেকোব। প্রত্যেকের হস্তের দীপাধারে প্রজ্বলিত প্রদীপ]

তীর্থ সলিলে করিয়ে স্নান
এনেছি তোমারি দুয়ারে
ভক্তি অর্ঘ্য,—প্রেম পূরিত প্রাণ,
ধন্য হোক তোমার মহিমা মহান—
হে ভগবান !
আজি লক্ষ পূজারী তোমারি মন্দির ঘিরি,
মন্ত্র মুখরি' ডাকে অবিরাম
হে ভগবান !

[মন্দিরের প্রহরিগণ একজন পৌত্তলিককে বন্দী করিয়া লইয়া আসিল]

প্রহরী। এ পরদেশী পৌত্তলিক মন্দিরের পবিত্র প্রাচীর

অতিক্রম করে নিষিদ্ধ স্থানে প্রবেশ করেছে, তাই বন্দী করে নিয়ে এসেছি।

যেকোব। কি স্পর্দ্ধা? এখনি খড়্গাঘাতে কণ্ঠ ছিন্ন করে মন্দিরের বেদীমূলে একে উৎসর্গ কর।

পৌত্তলিক। ক্ষমা করুন ধর্ম্মাবতার! আমি পরদেশী... জানতেম না যে ভগবান মন্দির দ্বারে পরদেশীর জন্য মৃত্যুর প্রাচীর দাঁড়িয়ে আছে।

যেকোব। জান্‌তে না?—যে ভগবানের মন্দির-প্রাঙ্গনে অপবিত্র পৌত্তলিকের প্রবেশ অধিকার নেই?

পৌত্তলিক। আজ্ঞে না। জান্‌তেম না যে ভগবানের পুণ্য-প্রাঙ্গনে জাত বিচার হয়।

যেকোব। তবে এখন মৃত্যুদণ্ড ভোগ কর।

পৌত্তলিক। রক্ষা করুন এ অভাজনকে।—বহু পুত্র পরিবার; আমাকে মৃত্যুদণ্ড দিলে এদেরও মৃত্যু হবে।

যেকোব। মরুক না পুত্র পরিবার,......কে চায় পৌত্তলিক পরদেশীগণকে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে?

পৌত্তলিক। পৌত্তলিকগণ কি পরম পিতার সৃষ্ট নয়?

যেকোব। কথনো নয়,...তারা শয়তানের জীব।—এ পবিত্র ইহুদীগণ ভিন্ন স্রষ্টা আর কাকেও সৃষ্টি করেন নি।—পরগাছা আপনি গজিয়ে উঠেছে।

পৌত্তলিক। হা ভগবান! শুধু এ যেরুশালেমের ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে,...শুধু এ মুষ্টিমেয় ইহুদীগণের মধ্যে,—শুধু এ মন্দির প্রাঙ্গনে তুমি প্রকাশ হয়ে আছ!...বাহিরে যে অনন্ত বিশ্ব নানা ছন্দে, নানা মন্ত্রে তোমার বন্দনা রাত্রিদিন ধ্বনিয়ে তুল্‌ছে তা কি শুন্‌তে পাওনা?

প্রহরী। চুপ্‌,—চুপ্‌।

যেকোব। নিয়ে যাও,—বধ কর।

পৌত্তলিক। এম্‌নি করে যদি অস্পৃশ্য অভাজনের কপালে মৃত্যুদণ্ড লিখে থাক, তবে এরা তোমাকে প্রেমময়, দয়াময় বলে ডাকে কেন হে ভগবান?

যেকোব। শীগ্‌গির নিয়ে যাও, মেষ, অজার সঙ্গে বেদীমূলে বলি দাও।

প্রহরী। রাজার আদেশ আন্‌তে হবে না?

যেকোব। কে রাজা?—এ মন্দিরের রাজা 'ফরীশীগণ'। —অন্য রাজা নেই। নিয়ে যাও, এ অস্পৃশ্য নরাধমকে। এর যদি কঠিন শাস্তি না হয়,—হীন জাতি পৌত্তলিকগণ ঈশ্বরের পবিত্র মন্দির নিত্যি অপবিত্র করে দেবে। যাও—ঐ বেদীমূলে জবাহ করগে।

[প্রহরিগণ পৌত্তলিককে বধার্থে বন্ধন করিতে লাগিল]

পৌত্তলিক। কোথায় তুমি ঈশ্বর? কোথায় তুমি?

তোমায় নিয়ে মানবের একি পরিহাস ? শুধু আব্রাহাম সন্তানগণ যদি তোমার প্রিয়জন, তবে এ ক্ষুদ্র পেলেষ্টাইনটুকু রেখে, ডুবিয়ে দাও না বিরাট বিশ্ব 'সদোম' 'এমোরার' মত, — ঐ অতল স্পর্শ সিন্ধুর গর্ভে। এই মন্দির...এই হত্যাশালা ..এর মধ্যে তোমার প্রিয় আব্রাহামের সন্তানগণ তোমার জন্য কারাগার রচনা করেছে ! হে সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর ! পার না কি তুমি এ স্বর্ণচূড় সজ্জিত কারা ভেঙ্গে বিশ্বের অনন্ত কোটি প্রাণে, প্রতি অণু, পরমাণুতে বেরিয়ে আসতে ?—

যেকোব।—বড্ড দেরী কচ্ছিস্, শীগ্‌গির নিয়ে যা।

[পৌত্তলিককে লইয়া প্রহরিগণের প্রস্থান]

[যখন মন্দির ঘিরিয়া ইহুদীগণের উৎসব চলিতেছিল যীশু ব্যাকুল প্রাণে ধীরে ধীরে মন্দির প্রাঙ্গনে তখন আবার প্রবেশ করিলেন]

যীশু। ক্রন্দন, —ক্রন্দন, —শুধু ক্রন্দন ! ...বাতাস কাঁদছে পল্লবে পল্লবে কি আর্ত্তনাদ তুলে ! উদ্যানের প্রস্ফুট প্রভাত পুষ্পগুলি অশ্রুভারে টল্, টল্ ! প্রভু ! দয়াময় ! আজি তোমার উৎসব প্রাঙ্গনে একি ক্রন্দন কলরব ? একি "ছিঁড়িয়া মরম শত বন্ধন তোমা পানে ধায় যত ক্রন্দন" !— পিতা ! পিতা ! ফিরে যাই চল এ মন্দির ছেড়ে।—উঃ ! কি মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ।

[পৌত্তলিকের ছিন্ন মুণ্ড লইয়া জনৈক ইহুদী উল্লাস নৃত্য করিতে করিতে প্রবেশ করিল]

ইহুদী। এ অস্পৃশ্য পৌত্তলিকের মুণ্ড প্রাচীর সীমায় টাঙ্গিয়ে রাখিগে,...যেন পৌত্তলিকগণ বুঝ্‌তে পারে,—পবিত্র প্রাচীর অতিক্রম করার কি কঠিন শাস্তি!

[প্রস্থান]

যীশু। উঃ! পিতা! পিতা! সত্যই কি এ মন্দির ছেড়ে চলে গেছ তুমি? একি রক্ত খেলা তোমার নামে? কেন এই বধ্যবেদী লক্ষ ভক্ত পূজারীর এ পুণ্যপীঠ স্থানে?—বহিয়ে দাও, বহিয়ে দাও পিতা! তোমার অপার করুণার অশ্রান্ত ধারা,—এ রক্ত স্রোতকে চিরদিনের জন্য ধুইয়ে, পুছিয়ে ভাসিয়ে দিয়ে! ওঃ!—[প্রস্থান করিলেন]



দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—যর্দ্দন নদীর তীর। কাল—প্রভাত।

ভাবোন্মত্ত সেণ্টজন প্রবেশ করিলেন। তাঁর পরিধানে উষ্ট্রচর্ম্ম, কটিবন্ধে চর্ম্মপেটিকা।—

জন। ধরণীর দগ্ধ ধূলি'পরে এতদিনে পেয়েছি অন্তরে, —আনন্দের আশীর্ব্বাদ। একি পুলক, একি হর্ষ সমস্ত মরম ঘিরে শিহরে আমার। কি সে আহ্বান!...উদীরিত শত মধুচ্ছন্দে!

[সলেমন, আরম প্রভৃতি কয়েক জন ইহুদী প্রবেশ করিল]

প্রঃ ইহুদী। কে আপনি?—কি আহ্বান শুনেছেন?

জন। স্বর্গরাজ্য তোমাদের সমাগত। যদি সে রাজ্য পেতে চাও,—শুদ্ধ হও, পবিত্র হও,...মনের পঙ্কিল বাসনাকে অনুতাপের অনলে ভস্ম করে দাও।

আরম। শতাব্দীর সঞ্চিত অপমানে মাথা আমাদের নুইয়ে গেছে,—পরাধিনতার বজ্র চাপে বক্ষঃ শ্বাসরুদ্ধ। কে তুমি মহাজন, আশার মধুর বাণী শোনাচ্ছ আজ?

দ্বিঃ ইহুদী। পার্ব্ব কি আমরা দূর করে দিয়ে দুরন্ত

রোমানগণকে দেশ স্বাধীন কর্ত্তে? পার্ব্ব কি অধীনতার অভিশাপ হতে মুক্ত হয়ে আবার স্বাধীন প্রাণে, স্বাধীন কণ্ঠে অতীত গৌরবের বিজয় সঙ্গীত ধ্বনিয়ে তুল্‌তে? পরাধিনতার নাগপাশে কণ্ঠ আমাদের রুদ্ধ, মনুষ্যত্ব পঙ্গু,—

সলেমন। গৃহহারা, অন্ধ কারার বদ্ধ জীব আমরা।...কোন অতীত শতাব্দীর অশুভ লগ্নে আমাদের আকাশ-তলে স্বাধীনতার সবিতা অস্ত গেছে!...ঘুরে মচ্ছি রুদ্ধ শ্বাসে অনন্তব্যাপী অমানিশার সূচী ভেদ্য অন্ধকারে,...এই সুচির শর্ব্বরীর বুক চিরে একটা স্তিমিত তারারও ক্ষীণ রশ্মি-রেখা চম্‌কে ওঠে না,...দিগ্বলয়ের সুদূর প্রান্তে জ্যোৎস্নার একটুখানি পাণ্ডুর প্রভা দেখা দেয় না,—শুধু দীর্ঘ দীপ্তিহীন তিমির ঘন ভীষণ গহন?—শুধু আশাহীন আকাশতলে বসে বসে অশান্ত ব্যথার অনন্ত রোদন! চেয়ে আছি অনিমেষ আঁখি তুলে,—এ অন্ধ প্রাণের বন্ধন ঘুচিয়ে কবে আস্‌বে সে জ্যোতির্ম্ময়?

জন। আমি যে তাঁর আগমনের সংবাদ এনেছি,...তাঁর আবাহনের মঙ্গল শঙ্খ বাজিয়ে তুল প্রতি পূত চিত্তে তোমাদের। আমি তাঁর পথ পরিষ্কার কর্ত্তে এসেছি।

প্রঃ ইহুদী। কে আপনি? আপনি কি ভাববাদী?

জন। না।

প্রঃ ইহুদী। দেবদূত ?

জন। না।

প্রঃ ইহুদী। 'এলিয়' ?—পয়গম্বর ?

জন। না।

প্রঃ ইহুদী। আপনি কি তবে মহানুভব খ্রাইষ্ট ?

জন। আমি তাঁর পাদুকা খুলবারও যোগ্য নই।

দ্বিঃ ইহুদী। কে তবে আপনি ?

জন। বলেছিত, আমি তাঁর পথ পরিষ্কারক। যদি রাজ্য পেতে চাও, যদি তোমাদের পরিত্রাতাকে মন-প্রাণে আহ্বান কর্ত্তে চাও, শুদ্ধ কর আগে তোমাদের চিত্তকে। শুধু ধর্ম্ম মন্দিরে পূজার প্রদীপ জ্বালিয়ে, শুধু মন্দিরের গম্বুজকে ধূপগন্ধে সুবাসিত করে পরমপিতার গর্ব্বিত সেবক বলে নিজেকে পরিচিত কর না। আগে প্রজ্বলিত কর তোমাদের মর্ম্ম মন্দিরের অন্ধকার কোণে কোণে পূজার পবিত্র প্রদীপ,...ভরে দাও সমস্ত মনপ্রাণ ভক্তির অগুরু গন্ধে। কবে কোন পুণ্যক্ষণে সাধু আব্রাহামের পূত প্রাণে ভগবান প্রবুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন,...শুধু সে দোহাই দিয়ে, সে অহঙ্কার নিয়ে হিংস্র পূজার আয়োজনে তোমাদের উদ্ধারের উপায় হবে না। শতাব্দীর সঞ্চিত আবর্জ্জনা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে পবিত্র হও, শুদ্ধ হও, সংযত হও।...ত্রাণকর্ত্তার

আবাহনের জন্য জীবন মন্দিরের তোরণদ্বারে সুবাসিত গোলাপের মালা দুলিয়ে দাও, হৃদয়ে, হৃদয়ে পদ্মাসন বিছিয়ে রাখ।

প্রঃ ইহুদী। একি নূতন কথা শোনাচ্ছেন আজ।

জন। এ চির পুরাতন বাণী তোমাদের শ্রবণ সান্নিধ্যে অহরহঃ ধ্বনিত হচ্ছে, বধির তোমরা তাই শুন্‌তে পাও না।

দ্বিঃ ইহুদী। কোন পূজারী আমাদের মর্ম্মমন্দিরে প্রদীপ জ্বালাবে...আমাদের চিত্তকে শুদ্ধ কর্ব্বে?

জন। যদি বিশ্বাস আন্‌তে পার হৃদয়ে, যদি নিষ্ঠা জাগাতে পার প্রাণে, এস আমার কাছে, আমি পরিত্রাতার সেবকের ভার নিয়েছি,—আমি এসেছি আবর্জ্জনা পঙ্কিল পথ পরিষ্কার কর্ত্তে তাঁর আবাহনের জন্য।

তৃঃ ইহুদী। পরাধিনতার পাপ স্রোতে ভেসে চলেছি, ক্ষুদ্র তৃণ পেলেও আঁকড়ে ধরে থাকতে চাই।...আপনি মহাজন, আপনার মুক্তি-তরণী এ অভাজনদের জীবনতটে ভিড়িয়ে তাদেরে উদ্ধার করুন।

সলেমন। রব্বি!—গুরো! আমরা আপনার চরণে শরণ নিলেম আমাদেরে শুদ্ধ করুন।

জন। এস তবে। সকলে এই যর্দ্দন জলে অভিষেক করে নাও আগে,—

[সকলে যর্দ্দন জলে নামিয়া স্নান করিতে লাগিল]

প্রঃ ইহুদী। ঐ দেখুন গুরু! আজ পেলেষ্টাইন ভেঙ্গে পড়েছে,—কাতারে কাতারে লোক আপনার সান্নিধ্যে ছুটে আসছে,...'ফরীশী' 'সুদ্বকী' কেউ বাদ নেই।

জন। ওরা কেন আমার :কাছে আস্‌ছে?—ঐ সর্পের বংশ,—শয়তানের সন্তান?...প্রতি পদক্ষেপে এদের দম্ভ কেঁপে উঠ্‌ছে, অবজ্ঞার ভঙ্গীতে নয়ন দুটি বক্র হয়ে গেছে। আমার ক্ষীণ সামর্থ্য, এদের মনের জমাট ময়লা আমি ঝাঁটিয়ে দিতে পার্ব্ব না।

[যেকোব প্রভৃতি "ফরিশী"গণ ও মাটান প্রভৃতি
"সুদ্বকীগণ" প্রবেশ করিল]

যেকোব। ইহুদীগণের রাজ্যপ্রাপ্তির সংবাদ নাকি তুমি নিয়ে এসে খুব জাহির কচ্ছ? আমরা একথা ঢের পূর্ব্বে শুনেছি।

জন। তোমরা শুধু্ কানে শুনেছ, প্রাণে শোননি!

মাটান। কি রকম?

জন। সে প্রাণ কৈ তোমাদের?—সে শুভ্র, নির্ম্মল, প্রেম ধূপ গন্ধে ভরপূর? তোমরা আছ নিত্য হিংস্র উৎসবের আলো জ্বেলে ভগবানের ব্যর্থ আরতির নিষ্ফল বন্দনা গেয়ে গেয়ে! আছ তোমরা—মুষ্টিমেয় 'ফরিশী' 'সুদ্বকী' দম্ভের

সুউচ্চ সৌধ গড়ে পরমপিতার অগণ্য সন্তানগণ হতে অতি সুদূর স্বতন্ত্রে। মানুষকে অবজ্ঞা কচ্ছ অতি নির্দ্দয় বিদ্রূপে, ছড়িয়ে দিচ্ছ তাদের মুখে মুখে ঘৃণ্য, তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের থুথু অহরহঃ;—অনাগত সে স্বর্গরাজ্য তোমাদের কাছে কখনো সমাগত হবে না।

যেকোব। তুমি নাকি সকলকে পবিত্র কচ্ছ, আমাদিগকেও করে দাও না। একবার ডুব দিয়ে আসব কি যর্দ্দন জলে?

জন। নরকের যে পঙ্ক মেখেছো অঙ্গে, যর্দ্দনে শতবার ডুব দিলেও তা ধুয়ে যাবে না। যাও তোমরা, কে চায় তোমাদেরে? যারা অমৃতের অধিকারী, পিতার প্রিয় সন্তান তারা ছুটে এসেছে প্রাণের অপূর্ব্ব পুলকে স্বর্গ রাজ্যের সন্ধানে। সর্পের বংশধর তোমরা, তোমরা সে রাজ্যের অধিকারী নও।

যেকোব। সাবধান! জান,—আমরা শুদ্ধ, পবিত্র আচারনিষ্ঠ 'ফরীশী'?

মাটান। জান,—আমরা 'সুদ্দুকী'?—জ্ঞানে, সত্যতায়, সম্ভ্রমে এ ইহুদায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।—কি ভুল কথা এ মিথ্যা জনতার মধ্যে প্রচার কচ্ছ? আত্মা কি? তাকে যে পবিত্র কর্ত্তে চাইছ?

জন। যাও না তোমরা! কে তোমাদের সঙ্গে তর্ক করে?—যাদের আত্মা অহমিকায় উপহত, তারা আত্মার অস্তিত্ব বুঝতে পারে না। যাও তোমরা, তোমাদের দম্ভের সিংহাসনে বসে ঈশ্বরের মহিমার সঙ্গে স্পর্দ্ধা করগে।

যেকোব। শুধু কি অম্‌নি যাব?...তোমাকে বুঝিয়ে যাব যে 'সুদুকী' 'ফরীশী'গণের ঊর্দ্ধে হস্ত তোলায় কি বিপদ? তুমি রাজা হেরোদ অন্তিপারের নামে কি প্রচার করেছ কারো অবিদিত নেই।

জন। কি ভয় দেখাচ্ছ? জনের মস্তক একমাত্র ভগবানের চরণেই অহরহঃ নত হয়। যেখানে, অত্যাচার অবিচার, অনাচার, অবিশ্বাসের আবর্জ্জনা স্তূপীকৃত, সেখানে জনের হস্তের পবিত্র অগ্নি তাকে পুড়িয়ে জ্বালিয়ে ভস্ম শেষ করে দেবে। যাও, রাজা হেরোদকে বলগে,—আমি তার জঘন্য অনাচার উচ্চ কণ্ঠে বার বার উচ্চারণ কচ্ছি—সে পাপী, পরস্ত্রীর মর্য্যাদা লঙ্ঘনকারী—দুরাচার—

মাটান। এঁ্যা! এত স্পর্দ্ধা তোমার? দেখে নেব।

যেকোব। মরণ ঘুনিয়ে এসেছে। এস আমরা এস্থান পরিত্যাগ করি।

['ফরীশী'ও 'সুদুকী' সকল প্রস্থান করিল]

জন। যাও, শয়তানের সহচরগণ! ভগবানের অভিশাপ

যে মস্তকের উপর দুল্‌ছে, অন্ধ, দেখ্‌তে পাচ্ছ না। [নেপথ্যে চাহিয়া] এঁ্যা! কে ঐ দিব্য পুরুষ?—অঙ্গে অঙ্গে উছলে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ, নয়নে ঝরে করুণা!—সুন্দর! সুন্দর! মহামহিম! ঈশ্বর তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক।

[যীশুর প্রবেশ]

যীশু। আমায় শুদ্ধ কর সাধু জন!—যেন ভগবানের চরণতলে নিজেকে নিবেদন কর্ত্তে পারি।

জন। আমি চিনেছি, আমার মর্ম্মের পরতে পরতে ঐ স্বর্গীয় রূপের দ্যুতি প্রতিফলিত হয়ে গেছে! খ্রাইষ্ট! খ্রাইষ্ট! আমি আপনাকে শুদ্ধ কর্ব্ব?—নিখিল বিশ্বকে শুদ্ধ কর্ব্বার জন্য, পবিত্র কর্ব্বার জন্য, উদ্ধার কর্ব্বার জন্য যে আপনি অবতীর্ণ!

যীশু। ধরার অনন্ত, অসহ্য রোদনের মধ্যে নাসরতের নির্জ্জন নিবাসে জীবনের দীর্ঘ অষ্টাদশ বৎসর কাটিয়ে দিলেম, কারো চোখের একবিন্দু অশ্রুজল ত মুছাতে পার্লেম না; তাই ছুটে এসেছি,—ভগবানের কাছে পাপী, অভাজনদের নিবেদন জানাতে,...আগে আমায় শুদ্ধ করে পরমপিতার চরণপ্রান্তে দাঁড়াবার অধিকারী করুন, তারপর বিশ্বের দুঃখভার মাথায় নিয়ে আমি জীবন ভোর সাধনা কর্ব্ব।

জন। আসুন তবে আপনাকে 'বাপ্তাইজ' করে নিজে ধন্য হই।

[যীশু যখন যর্দ্দন জলে অভিষিক্ত ও বাপ্তাইজ হইলেন, তখন স্বর্গ মুক্ত হইয়া গেল, স্নিগ্ধ আলোকে আকাশ ভরিয়া উঠিল, সে আলোকের মধ্য দিয়া পবিত্র আত্মা একটা কবুতর রূপে আসিয়া যীশুর মস্তকের উপর পড়িল,—তিনি আনননে ঊর্দ্ধপানে চাহিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন।]

প্রঃ ইহুদী। কে ইনি ?

জন। এঁকে জান্‌বার আর দেরী নেই। আজ দেখ্‌লে—তোমাদের সঙ্গে মিশে, ঐ পাপী অভাজনদের সঙ্গে নেমে বাপ্তাইজ হয়ে গেলেন...কাল দেখবে,—কি অপূর্ব্ব মহিমায় তিনি উদ্ভাসিত হয়ে ধরার ব্যথাকে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে রাঙিয়ে তুল্‌ছেন। এস সকলে ভগবানের নামে জয়ধ্বনি তুলি, নিজের সহস্র অন্যায়ের জন্য অনুতাপ করি, রাজ্যপ্রাপ্তি আমাদের সমাগত।

জন গাইলেন সঙ্গে সঙ্গে অন্যেরাও যোগ দিল—

আমার সব অপরাধ,
বেদনা বিরাগ,
ধুইয়ে যাক নয়নজলে।
সব বিমূঢ় ভ্রান্তি লভুক শান্তি
তোমারি চরণতলে।

—প্রেমের পথে—

আজি জীবনে মরণে লেগেছে দ্বন্দ্ব,
পাইনাক পথ—নয়ন হয়েছে অন্ধ।
চেয়ে আছি, মোহ নাগপাশে বন্ধ
কবে তোমারি আলোক ফুটিবে আকাশ তলে।

—০—

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—প্রান্তরস্থিত পর্ব্বত। কাল—সন্ধ্যা

যীশু ঊর্দ্ধ পানে চাহিয়া ধ্যানাবিষ্ট হইয়া আছেন, হঠাৎ নেপথ্যে মধুর বাদ্যধ্বনি শ্রুত হইল সঙ্গে সঙ্গে শয়তানের পুষ্পিত সহচরগণ তরুণ বালকের বেশে গাইতে গাইতে প্রবেশ করিল—

হের ঐ সাঁজের দীপ
আকাশ বুকে,
অশ্রু কেন বিহ্বল চোখে?
ভাসবে ধরা পুলক ভরা
জ্যোৎস্নালোকে।

লালে লাল রঙিণ প্রাণ
কুঞ্জে ওঠে বাঁশীর তান
গন্ধে, রঙে করে স্নান
গোলাপ হাসে
পাতার ফাঁকে।

যীশু। কে তোমরা সুন্দর তরুণের দল ?

[শয়তানের সহচরগণ বিলাস ভঙ্গীতে গাইতে গাইতে যীশুকে তাহাদের অনুসরণ করিবার জন্য ইঙ্গিত করিয়া চলিয়া গেল—]

চলে এস, চলে এস,
বহে যায় বেলা।
জীবনটা নিয়ে খেলিছ
একি ভুলের খেলা ?
শুধু মিথ্যার ভাবনা গুলি
চোখে মুখে পড়ে উড়ায়ে ব্যথার ধূলি।
হেসে নাও হেসে নাও
মরমে মরমে লহর তুলি,
কে জানে কবে ভেঙ্গে যাবে
আনন্দের মেলা।

যীশু। কোথায় যাব ?—এ পীড়িত, তাপিত অনাথ অভাজনদেরে ফেলে কোথায় যাব ? আমার যাওয়ার দিনে, আমার রক্তের সঙ্গে এদের ব্যথাকে ভগবানের চরণতলে ঢেলে দেব।

[সুন্দর কান্তি নিয়ে শয়তান প্রবেশ করিল। তাহার মুখ খানি পাপের ছাপে পাণ্ডুর, চোখে কুটীল দৃষ্টি।]

শয়তান। যীশু, তোমার কি ক্ষুধা তৃষ্ণা নেই ? চল্লিশটা দিন নিরম্বু উপবাস ? সম্মুখে তোমার অপর্য্যাপ্ত সুস্বাদু

খাদ্য সম্ভার, আর তুমি উপবাসে, উপবাসে দেহকে কচ্ছ জীর্ণ, মনকে কচ্ছ মলিন।

যীশু। কে তুমি?

শয়তান। এ ভরা যৌবনেও আমায় চিনলে না? খাও, দাও ফূর্ত্তি কর,—দেহের রক্ত মাংস একবার সাড়া দিয়ে উঠুক।—তখন আমায় চিন্‌তে পার্ব্বে।

যীশু। দরকার নেই, যাও তুমি।

শয়তান। সংসারের সবাই আমার সেবায় ব্যস্ত, আর তুমি বাহিরে পড়ে থাক্‌বে?

যীশু। ঈশ্বরের সেবা ভিন্ন অন্য কারো সেবা জানিনে আমি।

শয়তান। ঈশ্বরের যদি এমন অনুগৃহিত সেবক হও, ক্ষুধার জ্বালায় মচ্ছ কেন?—এ প্রস্তরগুলিকে রুটি করে খেয়ে নাও না?

যীশু। শুধু রুটিতে মানুষ বাঁচে না,—বাঁচে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে।

শয়তান। পার তুমি—ঐ মন্দিরের চূড় হতে লাফ দিয়ে পড়ে বেঁচে থাক্‌তে?—ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে?

যীশু। তুমি আমায় পরীক্ষা কর্ত্তে এসেছ? যাও শয়তান, আমি তোমায় চিনেছি।

শয়তান। হাঁ,—সত্য আমি শয়তান।—আমি মানুষকে ভোগ বিলাসের উৎসব রঙ্গে নিত্য মাতোয়ারা করে রাখি।—ঈশ্বর মানুষের জন্য ব্যবধান সৃষ্টি করে কোন্ অজ্ঞেয় সুদূরে, কোন্ রহস্য যবনিকার আড়ালে লুকিয়ে আছেন...আমি নিত্যি সহচর হয়ে তাদের প্রাণের তলে কত নব নব বাসনা জাগিয়ে দিই।—আমি তাদের মর্ম্মের সাথী, ব্যথার দরদী,—ঈশ্বরকে তারা খুঁজতে যেয়ে অহরহঃ যন্ত্রণায় জর্জ্জরিত হয়।...আমি তাদেরে খুঁজে বেড়াই, তাদের দুঃখকে রঙিয়ে দিই আনন্দের আরক্ত-কুসুম পরাগে।

যীশু। দূর হও দুরাচার শয়তান। ঈশ্বরের ধ্যানরত প্রাণ আমার,...তোমার লুব্ধ কুহকে ধরা দেবে না।

শয়তান। তোমার স্বার্থপর ঈশ্বর আদাম, ইবাকে স্বর্গোদ্যানের জ্ঞান-বৃক্ষের স্বাদু ফল নিষিদ্ধ করেছিল,—আমার উপদেশে সে ফল তারা খেয়েছিল,—তাই আজ মানব-মহিমা বিশ্বের সমস্ত প্রাণীকে জয় করেছে।

যীশু। কিন্তু আমায় তুমি জয় কর্ত্তে পার্ব্বে না শয়তান।

শয়তান। তবে যাও,—অশেষ দুঃখের মাঝে ঝাঁপিয়ে জীবন ভোর জ্বলে পুড়ে মর। এখনো সময় আছে,—শোন আমার দুটি উপদেশ।

যীশু। কে চায় তোমার উপদেশ? দূর হও, দূর হও।

শয়তান। আমায় এমন অবজ্ঞা ? এত সাহস তোমার ? এই অবমাননা রক্তে তোমার ধুইয়ে না দিলে তার জ্বালা জুড়াবে না। [প্রস্থান]

যীশু। ঈশ্বর ! ঈশ্বর ! শক্তি দাও, সাহস দাও, চরণতলে ঠাঁই দাও।

[ধ্যানাবিষ্ট হইয়া ঊর্দ্ধপানে চাহিয়া রহিলেন]

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—পথ। কাল—অপরাহ্ণ।

ইহুদীগণ

প্রঃ ইহুদী। ব্যাপার কি ? নাসারতের সে যীশু নাকি অসম্ভব সব কাণ্ড করে তুল্‌ছে ? খ্রাইষ্ট নয় ত সে ?

দ্বিঃ ইহুদী। হেঁ ! তুমিও যেমন ! দেশত নাসারত... যত হীন, অধম ছোট লোকের রাজ্য !...ওখানে আবার খ্রাইষ্টের আবির্ভাব হবে ? পাগল !

তৃঃ ইহুদী। যীশুটা নাকি কিছু যাহু শিখেছে, তাই রাজ্যের লোককে ভুলিয়ে জড় কচ্ছে।

প্রঃ ইহুদী। অনেক শিষ্য সেবক নাকি জুটিয়ে ফেলেছে। লক্ষণ ভাল নয়।

দ্বিঃ ইহুদী। কেউ কেউ নাকি রটাচ্ছে আবার,—উনি আমাদের রাজা।

প্রঃ ইহুদী। রাজা না, রাজার নফর!—নাসারতে আবার ইহুদীর রাজা? ভাজা মাথাটা আবার হারাবার যোগাড় কচ্ছে।

দ্বিঃ ইহুদী। শিষ্যেরা সব তাই বলে বেড়াচ্ছে কি না?

প্রঃ ইহুদী। শিষ্যত ভারি,—যত সব জেলে, সমরাই, ছোট লোক—

তৃঃ ইহুদী। আমাদের সলেমান নাকি ইদানিং ভারি ভক্ত হয়ে পড়েছেন।

প্রঃ ইহুদী। ওর কথা ছেড়ে দাওনা। সেই সাধু জন যখন যর্দ্দন জলে শুদ্ধি করণের অভিনয় কচ্ছিল,—ঐত প্রথম মাথা পেতে দিলে।

[সলেমনের প্রবেশ]

সলেমন। কি অন্যায়টা করেছি?

প্রঃ ইহুদী। তোমার সে উদ্ধার কর্ত্তা নিজের মাথাটিত এখন রক্ষা কর্ত্তে পাচ্ছেন না।

সলেমন। ভগবান ত কারো মাথাকে চির স্থায়ী করেন নি।—কারো আজ যাচ্ছে, কারো দু'দিন পরে যাবে।—কারো তরবারের ঘায়ে,—কারো পীড়ার দায়ে। সাধু জনের

যারা মস্তক নিতে চাইছে তারা কি নিজের মস্তক রক্ষা কর্ত্তে পার্ব্বে ?

দ্বিঃ ইহুদী। মরুকগে সব মস্তক। এখন আমাদের রাজ্য প্রাপ্তির কি হল ? তোমার সে সাধু জনত খুব বলে বেড়িয়েছিলেন যে রাজ্য আমাদের হাতে এসে গেছে।

সলেমন। হাঁ। তিনি বলেছেন,—তোমাদের উদ্ধারের কর্ত্তাকে অনুসরণ কর্ত্তে।

প্রঃ ইহুদী। উদ্ধার কর্ত্তা কি নাসারতের ঐ যীশু ?—সূত্রধর যোষেফের ঐ পুত্র ?

সলেমন। বিচিত্র কি ?—যিনি অন্ধকে চক্ষু দেন, পঙ্গুকে চলবার সামর্থ্য দেন,—তাঁর অলৌকিকত্বে অবিশ্বাস কর্ব্ব কেন ?

[আরমের প্রবেশ]

আরম। অলৌকিক বইকি ?—সে দিন কানার বিবাহ বাসরে যে অপূর্ব্ব কাণ্ড দেখে এলাম মানুষে কি তা কখনো সম্ভবে ?

প্রঃ ইহুদী। তোমরা যীশুকে দেখছি ভগবানের আসনে বসাবে।

আরম। বসাব না ? যে ভগবানের পূর্ণ অবতার রূপে অবতীর্ণ, তাকে ভগবানের আসনে বসাব না ? কোন

মানুষের সামর্থ্য আছে,—সামান্য কূপজলকে সুমিষ্ট দ্রাক্ষারসে পরিণত কর্ত্তে ?—বিবাহ ভোজে অসংখ্য জনতা,—পরিবেশনকারী দ্রাক্ষারস কুলোতে পাচ্ছে না। গৃহস্বামী লজ্জায় কুণ্ঠিত।—মহানুভব যীশুর কোমল প্রাণে টনক পড়ল,—তিনি তাঁর মঙ্গল করস্পর্শে সমস্ত বারিপূর্ণ জালাগুলিকে দ্রাক্ষারসে পরিণত করে দিলেন। করুক দেখি, তোমার 'ফরীশী' 'সুদ্দুকী'র দল এ অলৌকিক কাণ্ড ?

প্রঃ ইহুদী। তুমি একটা ঐন্দ্রজালিককে ভগবানের আসনে বসাতে চাইছ ? কি অর্ব্বাচীন তুমি ? বলে রাখছি কিন্তু—ইহুদীদের পক্ষ হতে এ মিথ্যা প্রচার বড় অন্যায় হচ্ছে।

আরম। ন্যায় অন্যায় বুঝি না—হৃদয় যাকে দেবতার আসনে বসিয়েছে, কোনও 'সুদ্দুকী' 'ফরীশী' সেথা হতে তাকে নামাতে পার্ব্বে না।

তৃঃ ইহুদী। যীশু নাকি বলেছেন,—আগামী নিস্তার পর্ব্বে আমাদের রাজ্য দেবেন, সে দিনটা পর্য্যন্ত সকলে অপেক্ষা কর।

প্রঃ ইহুদী। তারপর ?

তৃঃ ইহুদী। তারপর যদি কথা রাখতে না পারেন নাসারত সূত্রধরের অবতার রক্তে ইহুদীগণের হস্ত রঞ্জিত করে তুল্‌ব।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—কারাগার। কাল—রাত্রি।

অন্ধকার কারাগারে বসিয়া সেণ্ট জন গাইতেছিলেন,—

এস, আমার চির ঘুমের রাতে,
এস, এ কারার নিরালাতে,
তোমাতে, আমাতে হইবে কথা
স্তব্ধ বিজন এ আঁধার রাতে।
তারাগুলি আজি স্তিমিত প্রায়,
কোন্ মেঘের আড়ালে জ্যোৎস্না ঘুমায়,
এসে তুমি রাঙিয়ে ব্যথা চুমায় চুমায়
নিয়ে যাও তোমার সাথে।

[সশস্ত্র হেরোদের সৈন্যগণ প্রবেশ করিল]

প্রঃ সৈন্য। আচ্ছা মজার লোকত! অন্ধকারে বসে গাওয়া হচ্ছে! ভারি ফূর্ত্তি!

দ্বিঃ সৈন্য। এখনি ফূর্ত্তি সব উপে যাবে।

জন। কে তোমরা?

প্রঃ সৈন্য। আমরা?—মৃত্যু হত্যা,—মড়ক,—

জন। এত কাছে এসছ তোমরা? পিতা! পিতা! কৈ তুমি?—কোথায় তুমি?

প্রঃ সৈন্য। এখানে পিতাও নেই, মাতাও নেই।

তৃঃ সৈন্য। মাতা, পিতার জন্য যদি এত প্রাণ কাঁদছে,

কেন তবে রাজা হেরোদের বিরুদ্ধে লেগেছিলে? কেন প্রকাশ্যে তাঁর অপমান কর্লে?—কেন নিজের মৃত্যুকে হাত-ছানি দিয়ে ডেকে আনলে?—

জন। তোমরা কি আমায় হত্যা কর্ত্তে এসেছ?

প্রঃ সৈন্য। না।—শুধু আমাদের হস্তের এ তরবারির সঙ্গে তোমার কণ্ঠের পীরিত কর্ত্তে এসেছি।

দ্বিঃ সৈন্য। দেরী কচ্ছিস্ কেন ভাই? রাজা হেরোদের নাচের মজলিস ভঙ্গ হওয়ার আগেই এর মস্তক নিয়ে যেতে হবে যে!

তৃঃ সৈন্য। রাণী হেরোদিয়ার কি ভীষণ পণ। এর মাথাটি না হলে তার মেয়ের নাচের তাল বেতাল হয়ে যাবে।

প্রঃ সৈন্য। অত কথার দরকার কি?—টুক্ করে মাথাটা কেটে নে, চলে যাই।

দ্বিঃ সৈন্য। হাঁ ভাই, চল কাজ সেরে নিই। রাত ঝিম্ ঝিম্ কচ্ছে। ঐ শুন্লি?—পেঁচাটা কি বিকট চীৎকার করে উঠ্ল! গাটা কেমন ছম্ ছম্ করে উঠ্ছে।

প্রঃ সৈন্য। হেঁ! ছম্ ছম্ কচ্ছে না ঘোড়ার ডিম কচ্ছে। মাথাটি নিয়ে যখন হেরোদিয়ার সুমুখে দিবি তখন যে পুরস্কার পাবি তাতে প্রাণটা তখন গম্ গম্ কর্ব্বেরে। যা কাজ সেরে নে।

[কারা কক্ষের দরজা খুলিয়া সৈন্যগণ ভিতরে প্রবেশ করিল]

জন। পিতা! পিতা! সময় যে আমার হয়ে এসেছে। কৈ? কোথায় তুমি? জীবনের এই শেষ তটপ্রান্তে একবার এসে দাঁড়াও! এঁ্যা! এসেছ?—অঙ্গে অঙ্গে পেতেছি যে আমি তব তপ্ত প্রেমের পুলক পরশ। এত কাছে? এত কাছে এসেছ তুমি?—আমার অন্তর বাহির ঘিরে, আমার চোখে মনে একি সুন্দরের সমারোহ জাগিয়ে তুল্লে! একি তৃপ্তি! একি শান্তি! একি প্রভু! জীবনের পরিপূর্ণ অমৃত আজি ঢালিলে অধরে আমার! চল পিতা!—তব স্বর্ণ-জ্যোতি শান্ত, শুভ গৃহে,...পশ্চাতে থাক পড়ে ধরার বেদনাদীর্ণ অতীত আমার,—

প্রঃ সৈন্য। মার্ না একটা কোপ!

তৃঃ সৈন্য। তুই মার্ না।

প্রঃ সৈন্য। একটা কোপ দিবি এতে আবার ভাগা-ভাগি।

দ্বিঃ সৈন্য। তোরা কেউ দিস্ নারে,—আমিই দিচ্ছি। বক্‌সিসের বেলা বুঝে নেব। [তরবার মুক্ত করিয়া সেণ্ট জনের হস্ত চাপিয়া ধরিল]

জন। আলো,—আলো—পিতা! পিতা! এস বুকে, এস প্রাণে, এ নিবিড় বাহুবন্ধনে—

[সৈন্যের তরবারের আঘাতে ছিন্নকণ্ঠ সেণ্ট জনের শব মাটিতে লুটাইল]

ছিঃ। এতক্ষণ ত চোখে সরষে ফুলের আলো দেখে-ছিলে, এখন দেখ,—কি অন্ধকার!

[মস্তক লইয়া সৈন্যগণের প্রস্থান]

প্রথম দৃশ্য

স্থান—প্রান্তর। কাল—সন্ধ্যা।

যীশু ও তাঁর শিষ্য শিমোন ও পিতর।

যীশু। সে শুভ দিনকে আমি ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ বলে মনে কচ্ছি,...যে দিন তোমাদের সঙ্গে প্রথম মিলন হয়।—প্রাণে তখন আমার ভগবানের অপার প্রেমের অপ্রমেয় পুলক আবেগ...বিলিয়ে দেবার লোক পাচ্ছি না।—ইহুদী, 'ফরীশী', অধ্যাপকগণের দুয়ারে দুয়ারে এ পূত পণ্য সম্ভার নিয়ে ঘুরে বেড়ালেম,—কেউ হাত বাড়ালে না।... তারা শম্বুকের মত নিজের ক্ষুদ্র বেষ্টনীতে নিজেকে গুটিয়ে, বাহিরের সমস্ত স্পর্শ বাঁচিয়ে, শুধু ধর্ম্ম-মন্দিরের আচার বেদী-তলে পড়ে আছে,—মন্দিরের বাহিরে যে স্বর্গের প্রেম, বাদল

ধারায় ঝরে পড়্ছে, কোন দিন তার তলে তাদের গর্ব্বিত মস্তক পেতে দিলে না।—

পিতর। সে প্রেমের তরঙ্গ এনে এ অভাজনকে প্লাবিত করে যে দিন ধন্য কর্লেন, সে দিনের কথা এখনো মনে পড়ে। মস্তকের উপর রৌদ্রতপ্ত নিদাঘ আকাশ...একটা ডিঙ্গীর উপর জাল হাত নিয়ে,ত্যক্ত প্রাণে বসে আছি ; হঠাৎ আপনার মধুর আহ্বান কানে এল,—স্বর্গের একটা সঙ্গীতের মত।...দয়াময় যে এমন প্রগাঢ় ভাবে এ দীন ধীবরকে বুকে টেনে নেবেন তা আমার স্বপ্নের অতীত—

[নেপথ্যে—গানের একটা করুণ সুর শ্রুত হইল]

যীশু। কে গায় ?—কি উদাস ! কি করুণ ! কি মর্ম্ম-স্পর্শী !

শিমোন। [নেপথ্যের দিকে চাহিয়া] অন্ধ এক ভিখারী।

[নেপথ্যে ভিখারী গাইতেছিল —]

দেখা হল না জীবনে, হল না,
কেমন সুন্দর তব ধরণী।
শুধু কানে শুনি—
জ্যোৎস্না রজত বরণী।

যীশু। আহা ! বড় অভাগা সে, ডাক তাকে—

শিমোন। এ দিকেই আস্‌ছে।

[গাইতে গাইতে অন্ধের প্রবেশ]

অন্ধ আঁখির বন্ধ কালো,
ঢেকে দে তোমার সকল আলো ;
শুধু ঘিরিয়া আমারে, হা হা করে
দীর্ঘ তামসী যামিনী।

পিতর। ভগবানের করুণা এর আঁখির উপরে বুলিয়ে দিন গুরো! এই সুন্দর পৃথিবীর রূপ দেখে, তার সে অরূপ সুন্দরের আভাস মনে পড়ুক।

অন্ধ গাইল—

রূপের পিপাসা কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
ঘোরে বিশ্বময় তোমারে খুঁজিয়া,
দেখা ত হল না চোখে এস এ তপত বুকে,
নিয়ে তোমার স্নেহের স্নিগ্ধ পরশ খানি।

যীশু। অন্ধ! চোখে চাইলে ত তিনি বুকে এসে দেখা দেবেন না। তাঁকে চাইতে হলে নয়ন মুদে অন্ধ হয়ে চাইতে হয়।

অন্ধ। বিশ্বের কোটি কোটি প্রাণী তাঁর অপরূপ রূপ দেখে কৃতার্থ হচ্ছে, শুধু এ অন্ধ অভাজন সে সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত হয়ে রইল।

যীশু। বিশ্বের কোটি কোটি প্রাণী কৈ তাঁর রূপ

দেখ্‌ছে ?—সত্য বটে তাদের বিস্ফারিত চোখের উপর প্রভাতের স্বর্ণাভ স্নিগ্ধ আলোক, মধ্যাহ্নের প্রখর রৌদ্র, সন্ধ্যার আরক্ত আভা, চন্দ্রমার বিলোল জ্যোৎস্না, ফুলের বিচিত্র সৌন্দর্য্য, পল্লবের শ্যাম সমারোহ, নিত্য তাঁর রূপ বহন করে নিয়ে আসে ; কিন্তু এই চক্ষুষ্মান্ অন্ধেরা কেউ তা দেখতে পায় না। তুমি অন্ধ তাই তোমার বুকে তাঁর রূপ চম্‌কে যাচ্ছে,—চোখে দেখবার জন্য তাই বুঝি উন্মাদ হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছ।

অন্ধ। বড় সাধ হয় একবার এ বিশ্বের রূপ দেখি। ফুলের সৌরভ,প্রভাতের বিহগ কাকলী, জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ স্পর্শ আমার প্রাণে জাগিয়ে দেয়—উদগ্র ব্যাকুলতা,—শুধু একবার সুন্দর রূপ দেখবার আকাঙ্ক্ষা—

যীশু। তবে এস দেখি,—মনে, প্রাণে অবিচলিত বিশ্বাস নিয়ে।—বিশ্বাস রেখ ভগবান তোমায় চক্ষুষ্মান কর্লেন।

[অন্ধের চোখের উপর হাত বুলাইয়া দিলেন]

অন্ধ। এঁ্যা। একি ? সুন্দর ! সুন্দর ! [গাইল]

যুগ সঞ্চিত স্বপন ভেঙ্গে
এলেম কোন্ সুন্দরের দেশে ?
কিবা পুলক জাগা মাধুরী মাখা
তারা ঝলমল আকাশে।

[ভাবোন্মত্ত হইয়া প্রস্থান]

যীশু। দেখ্‌লে পিতর! ভগবানের অনন্ত রূপের দুই একটা প্রতিবিম্ব দেখেই এই অন্ধ পাগল হয়ে গেছে।

শিমোন। রব্বি! আপনি সামান্য স্পর্শ দিয়ে অন্ধ, আতুর যেমন করে সুস্থ কচ্ছেন, আমরা কেন পারি না? গুরু! আমাদিগকে সে আশীর্ব্বাদ টুকু দিন দয়া করে।

যীশু। শুধু বিশ্বাস, শুধু একান্ত নির্ভর...মনপ্রাণে,—নিজের সমস্ত সত্বা সমর্পণ করে,—আর কিছু না। ঈশ্বর? ঈশ্বর—প্রেমময়! দয়াময়! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক, পূর্ণ হোক— [প্রস্থান]

—০—

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—যীরুশালেমার ধর্ম্ম-মন্দির। কাল—প্রভাত।

ধর্ম্ম-মন্দিরের প্রাঙ্গনে আজ বাজার বসিয়াছে। খাঁচায়, খাঁচায় কবুতর, পালে, পালে মেষ, বৃষ অনীত হইয়াছে, অসংখ্য বিপণিতে বসিয়া বণিকগণ নানা বাকচাতুরীতে ক্রেতাগণকে আকর্ষণ করিতেছে, তাদের কোলাহলে, মেষ, বৃষ কবুতরের ডাকে মন্দির সম্মুখে 'ফরীশী'গণ দাঁড়াইয়া যে প্রার্থনা করিতেছিল তাহা শোনা যাইতেছে না। মাঝে, মাঝে ঘণ্টা ধ্বনি উঠিয়া এই কোলাহলের মধ্যে মিশিয়া যাইতেছে—

প্রঃ বণিক। দেখ, দেখ—কি মধুর এ গন্ধনির্য্যাস।

এই আতর মন্দিরে উৎসর্গ কর্লে হাতে, হাতে স্বর্গ লাভ।

দ্বিঃ বণিক। শোন, শোন,—ঐ পঁচা আতর কিনে পয়সা জলে ফেল না। আমার জিনিসটা আগে একবার দেখ,—টাট্‌কা ফুলের গন্ধে ভুর্ ভুর!—ঠিক বোধহবে যেন বসোরার গোলাপ তোমার নাকের মধ্যে উদ্যান বসিয়েছে।

প্রঃ ক্রেতা। নাকের মধ্যে যদি উদ্যান বসে যায় হাঁচতে, হাঁচতে যে হাঁপিয়ে যাব।

দ্বিঃ বণিক। তাত যাবেই, কিন্তু সে সঙ্গে সঙ্গে যে সর্দ্দি কাসিও এক দম সেরে যাবে। একসঙ্গে দুটি ফল,—স্বাস্থ্য ও স্বর্গ—

তৃঃ বণিক। মশায়! আমার জিনিসটা একবার দেখুন না! কেন বাজে জায়গায় ঘোরা ঘুরি কচ্ছেন?—এই ধূপটা দেখুন, ইরানের আস্‌লি চিজ্। এ রাজ্যের কোথাও পাবেন না। ধূপটা কিনে মন্দিরে জ্বালিয়ে দেখুন দেখি!—অম্‌নি হাত বাড়িয়ে ভগবান আপনাকে জড়িয়ে ধর্‌বে। ইডেন উদ্যানের পারিজাত বৃক্ষের একটা ফল হঠাৎ মাটিতে পড়ে......তার বীজ অঙ্কুরিত হয়ে গাছ হয়,—সেই গাছের নির্য্যাসে এই ধূপ তৈয়ারি। স্বর্গের ফলের গাছের নির্য্যাস কিনা?—তাই এর গন্ধ শুধু্ ঊর্দ্ধ দিকে ধায়।

প্রঃ ক্রেতা। আপনার কাছে টাকার খুচরো পয়সা আছে ?

তৃঃ বণিক। পয়সার ভাবনা কি ! পোদ্দারদের কাছে ভাঙ্গিয়ে নিন।

প্রঃ পোদ্দার। এই যে আমার কাছে আছে,—টাকায় চার পয়সা কিন্তু বাটা—

দ্বিঃ পোদ্দার। আমি দুপয়সায় দেব।

প্রঃ পোদ্দার। যাবেন না মশায়, যাবেন না।—সব মেকি পয়সা। ঠক—জোচ্চোর।

দ্বিঃ পোদ্দার। আমি জোচ্চোর না তুই জোচ্চোর ?—সেই দিন গিল্টির টাকা চালিয়ে দেড়শ টাকা মেরে দিলি।

প্রঃ পোদ্দার। আরে থাম্, তোর কারসাজি সব জানা আছে।

তৃঃ বণিক। মশায় নিন্ এ ধূপটা,—পয়সা আমিই ভাঙ্গিয়ে দিচ্ছি। কত ধূপ দেব ? একসের ? তার কমে হবে কেন ?

প্রঃ ক্রেতা। এক পো দিন।

তৃ বণিক। সে কি ? একপো ধূপে কি হবে ? আগুনের ছোঁয়া লাগতেই সব উপে যাবে। এই নিন্, আধ সের দিলাম। [ধূপ পুটুলি করিয়া ক্রেতার হাতে দিল]

প্রঃ বণিক। এই রে, ঠকে গেলে মশায়,—ঠকে গেলে।

দ্বিঃ বণিক। পাঁড়াগেঁয়ো ভূতকে ঠকিয়ে দিল গো ঠকিয়ে দিল। যত পঁচা, রদি মাল—

প্রঃ ক্রেতা। সে কি ?

তৃঃ বণিক। যান না মহাশয় ! কেন ওদের বাজে বকুনি শুন্‌ছেন ? কিন্‌লেন ত মাত্র আধ সের মাল, ঠক্‌লেনই বা !—

[যীশু কোড়ার গায়ে মেষ, বৃষ প্রভৃতিকে তাড়াইয়া, কবুতরের খাঁচাগুলি দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া, পোদ্দারের বাক্স উল্‌টাইয়া ফেলিয়া, বাজার ভাঙ্গিয়া দিয়া উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার পশ্চাতে শিষ্যগণ]

যীশু। একি পণ্যশালা বসিয়েছ প্রভুর পবিত্র মন্দিরে ? ফরীশীগণ ! অধ্যাপকগণ ! তোমাদের প্রার্থনার এমন চীৎকারও যে এ হট্টগোলে ডুবে যাচ্ছে। এ ব্যর্থ উপাসনায় কি ভগবানের করুণা আকর্ষণ কর্ত্তে পার্ব্বে ?

প্রঃ ফরীশী। তুমি শুন্‌ছি—ভগবানের করুণা এনে অন্ধ, আতুর, কুষ্ঠীকে ভাল কচ্ছ ? এই ইন্দ্রজাল কোথায় শিখলে ?

যীশু। ইন্দ্রজালই বল, আর যাদুবিদ্যাই বল, আমার শিক্ষাদাতা স্বয়ং ভগবান। তাঁর শক্তিতে আমি শক্তিমান।

[যেকোবের প্রবেশ]

যেকোব। ভগবানের মন্দিরে দাঁড়িয়ে এমন দম্ভের কথা বল না যীশু !

যীশু। এ মন্দির ?—এ মন্দির ভেঙ্গে আমি তিন দিনের মধ্যে আবার গড়্‌তে পারি।

যেকোব। কি সর্ব্বনাশ !—ছেচল্লিশ বৎসর কঠিন পরিশ্রম করে পেলেষ্টাইনের সুদক্ষ শিল্পিগণ, তাদের হস্তের নিপুণতা, অন্তরের অনুরাগ সমস্ত নিঃশেষে ঢেলে দিয়ে এ অপূর্ব্ব মন্দির গড়েছে, আর তুমি তা ভেঙ্গে তিন দিনে গড়্‌তে পার ? তোমার এ স্পর্দ্ধিত ক্ষমতার নিদর্শন ?

যীশু। অন্ধ তোমরা ? সে নিদর্শন ত দেখ্‌তে পাবে না।

যেকোব। অন্ধ আমরা ?

যীশু। অন্ধ, অজ্ঞ, অধার্ম্মিক ! ব্যর্থ তোমাদের পূজার আয়োজন ; ব্যর্থ তোমাদের এ উদাত্ত বন্দনা। অনুতাপ কর, অনুতাপ কর।—প্রায়শ্চিত্তের অগ্নি জেলে নিজের দম্ভ অহঙ্কার আহুতি দিয়ে ভস্ম কর। নৈলে—সম্মুখে, অনন্ত নরক, অসহ্য দুঃখ, অশেষ লাঞ্ছনা।— [প্রস্থান]

[শিষ্যগণও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া গেল]

যোকাব। ফরীশীগণ ! অধ্যাপকগণ ! তোমরা শুন্‌লে,

এ নাশারত অর্ব্বাচীনের গর্ব্বিতবাণী ! এই হতভাগ্যই ইহুদী-গণকে রোমানের অধীনতা হতে উদ্ধার কর্ব্বে বলে কত কথা রটে গিয়েছিল।

প্রঃ ফরীশী। এখন আর প্রশ্রয় দেওয়া যায় না।

যেকোব। সত্য তাই। এই আচারহীন,—সমাজ, ধর্ম্ম ও নিয়ম ভঙ্গকারীকে এখন হতে শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা না কর যদি, পরে দমন করা অসম্ভব হবে।

দ্বিঃ ফরীশী। সমস্ত পেলেষ্টাইন,—যিহুদা, গেলিলো, যীরুশালেম তার নামে উন্মাদ হয়ে গেছে। কিছু যদি এখন কর্ত্তে চাই, আমাদের বিরুদ্ধে সমস্ত দেশ বিদ্রোহী হবে।

যেকোব। আমরা প্রকাশ্যে রাজার কাছে অভিযোগ আনব।

দ্বিঃ ফরীশী। কি অপরাধের জন্য ?

যেকোব। অপরাধ বিস্তর। প্রথম অপরাধ—ঈশ্বরের এ মন্দির ভেঙ্গে আবার তিন দিনের মধ্যে নূতন মন্দির গড়ে দেবে বলে যে এই গর্ব্বিত উক্তি কর্ল,—একি কম অপরাধ। ঈশ্বরের উপর সে হাত তুলেছে, ঈশ্বরের আদেশের বিরুদ্ধে তার কণ্ঠ গর্জ্জাচ্ছে।—

প্রঃ ফরীশী। ঐ কণ্ঠকে চিরদিনের জন্য নীরব কর্ত্তে হবে।

যেকোব। সহসা একটা পরামর্শ-সভা আহ্বান কর। এই পর্ব্বোৎসবের অবসানে সমস্ত ঠিক করে ফেল,—নৈলে সকলকে ধর্ম্ম বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। এস সকলে তিন দিন উপবাস থেকে এই বিপ্লবীর ধ্বংসের জন্য ধর্ম্ম-মন্দিরে ধর্ণা দিইগে।

[শিষ্য সহ যীশুর প্রবেশ]

যীশু। ধর্ম্ম, উপবাস কিছুরই আবশ্যকতা নেই;...শুধু প্রাণ মন ভরে ডাক ভগবানকে, তিনি আসবেন বিপ্লবীর মস্তকের উপর বজ্র রূপে, অধার্ম্মিকের মস্তকে অভিশাপ নিয়ে। এ ধর্ম্ম-মন্দিরের পবিত্র প্রাঙ্গণে তোমরা শুধু প্রেতের মত নাচ্ছ ধেই ধেই করে,—হৃদয়ে নেই ভালবাসা, প্রাণে নেই প্রেম, তাই ধর্ণা উপবাস দিয়ে ভগবানকে তুষ্ট কর্ত্তে চাইছ।

যেকোব। যাও তুমি?—নাশরতের অধম ব্যক্তি! তুমি আবার উপদেশ দিতে আস? কে তুমি?—

যীশু। কে আমি?—এখনো জান্‌লে না? আমি জগতের জ্যোতিঃ! এস আমার সঙ্গে জীবনের সমস্ত অন্ধকার, মলিনতা, আমার আলোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌বে। পিপাসিত জন, এস আমার কাছে, তৃষিত কণ্ঠ তোমাদের প্রেমের অমৃত সিঞ্চনে সিক্ত, সরস করে দেব।

যেকোব। ছিঃ—ছিঃ—ছিঃ! এই গর্ব্বিত বাণী উচ্চারণ কর্ত্তে তোমার জিহ্বা আড়ষ্ট হল না...কণ্ঠ রুদ্ধ হল না? ঈশ্বরের অভিশাপের প্রলয়-অগ্নি মাটি ফেটে বেরিয়ে পড়্‌ল না? তুমি যে এত অদম্য অহমিকায় স্ফীত হয়েছো, তাতে ভগবানের আসন নড়ে উঠ্‌বে।

যীশু। তাইত চাই। আমিত তার আসন টলাতেই এসেছি। এ মন্দির ভেঙ্গে আমি তাঁকে নিয়ে আসব আর্ত্তের বেদনার মধ্যে,...পীড়িতের ক্রন্দনে, দুঃখীর তপ্ত অশ্রুজলে আমার নিবেদিত রক্তে ধুইয়ে দেব তোমাদের সমস্ত পাপ অনাচারকে। বিশ্বাস কর,—বিশ্বাস কর আমায়,—ভগবান আমাকে পাঠিয়েছেন, অনন্ত নরক হতে তোমাদিগকে উদ্ধার কর্ত্তে।—

যেকোব। কি?—এত দম্ভ? এত স্পর্দ্ধা? অধ্যাপকগণ। বিজ্ঞ 'ফরীশী'গণ তোমরা নীরবে এই গর্ব্বিত প্রলাপ-উক্তি শুনে আছ? বলির ছুরিকা খুঁজে পাচ্ছ না? মন্দির প্রাঙ্গণে কি কঠিন প্রস্তরখণ্ড নেই?—কেউ এর মাথার উপর ছুঁড়ে মার্‌তে পার্‌লে না? দুরাচার ভগবানের সিংহাসন কেড়ে নিতে চায়। হত্যা কর,—হত্যা কর। ভগবানের ক্রুদ্ধ নয়নের অগ্নিশিখা মৃত্যুরূপে তোমাদের হস্তের তরবারের মুখে নেমে আস্‌বে। হত্যা কর—

[জনতার মধ্যে ভীষণ কোলাহল উত্থিত হইল, 'ফরীশী' অধ্যাপকগণ—মার—মার শব্দে ধাবিত হইল। যীশু এই উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেলেন]

প্রঃ ফরীশী। কৈ? কৈ? কোথায় গেল?

যেকোব। পালিয়েছে, পালিয়েছে—দৌড়—দৌড়, হতভাগ্যকে অনুসরণ কর।

[কোলাহল করিতে করিতে সকলের প্রস্থান]



তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—পর্ব্বত। কাল—অপরাহ্ণ।

যীশু ও শিষ্যগণ।

যীশু। প্রতিহিংসা দিয়ে শিমোন, হিংসাকে কখনো পরাজয় কর্ত্তে পার্ব্বে না।—পার্ব্বে একমাত্র প্রেম দিয়ে। তোমার দক্ষিণ গণ্ডে কেউ যদি আঘাত করে তাকে বাম গণ্ড পেতে দিও, তোমার হৃদপিণ্ডে কেউ যদি ছুরি হান্‌তে আসে তাকে বুকে জড়িয়ে নিও,...দেখ্‌বে তার হিংসা ক্রোধ জল হয়ে প্রেমের অশ্রুরূপে বেরিয়ে আস্‌বে।

শিমোন। কিন্তু গুরু! হিংসা, স্বার্থপরতায়ই সংসারে মাথা চাড়া দিয়ে উঠ্‌ছে।

যীশু। দুর্ব্বল মানব শয়তানের কবল হতে নিজেকে মুক্ত কর্ত্তে পাচ্ছে না শয়তান আমার সম্মুখে নিত্য শ্মশানের অগ্নি নিয়ে নৃত্য করে, আমি প্রেমের সলিল সিঞ্চনে তার হস্তের অগ্নি নির্ব্বাপিত করি।—অবোধ মানব ঐ আলেয়ার আলোর পশ্চাতে বিভ্রমে ছুটে চলেছে! তোমরা মানব

উদ্ধারের মঙ্গল ব্রত নিয়ে তাদের দুয়ারে দুয়ারে ছুটে যাও,—তাদের বুকে ঢাল প্রেমের পীযূষ ধারা, মনে দাও শক্তি। যেখানে আতুর, অভাজন দেখবে তোমাদের কল্যাণকর প্রসারিত করে তাদেরে বুকে টেনে নিও, অস্পৃশ্য কুষ্ঠরোগীর ক্ষতের উপর তোমাদের হস্তের কোমল পরশ বুলিয়ে দিও।

শিষ্য যোহন। আপনি যেমন করে কুষ্ঠ রোগীকে নিমেষে শুধু হাত বুলিয়ে সুস্থ কচ্ছেন, আমরা যে তা পারি না।

যীশু। পার্ব্বে বৈ কি। পূর্ণ বিশ্বাস রেখ প্রাণে, দৃষ্টি রেখ,—স্থির, অপলক,—ভগবানের দিকে। ঐ না কা'রা আস্‌ছে, দেখত যোহন।

যোহন। অন্ধ, কুষ্ঠী বা ভূতগ্রস্থ কেউ হবে। নিত্যি ত আপনার সান্নিধ্যে তাদের ভিড় লেগে যায়।

পিতর। এরা দেখছি, বৈথনিয়া হতে আস্‌ছে, ভগ্নী মার্থার আত্মীয়।

[দুইজন ব্যক্তি হাঁপাইতে হাঁপাইতে উপস্থিত হইল]

প্রঃ ব্যক্তি। প্রভু! আপনি যাকে ভালবাস্‌তেন সে আজ মৃত্যুর পথে—

যীশু। কে?—লাসার?

প্রঃ ব্যক্তি। হাঁ প্রভু! মার্থা আপনাকে নিয়ে যাবার জন্য আমাদেরে পাঠিয়েছেন।

শিমোন। আবার যিহুদায় প্রভু যাবেন?—সে দিন যীরুশালেমের ধর্ম্ম-মন্দির হতে প্রভুর মস্তকে মৃত্যুর আঘাত দেবার জন্য যে সহস্র হস্ত প্রসারিত হয়েছিল।

যীশু। মৃত্যুভয়ে কাতর হয়ে পীড়িতের সেবা হতে নিজেকে বঞ্চিত রাখব? শিমোন, এতদিন তোমাদেরে এই শিক্ষা দিলেম? পিতা যে তাঁর সন্তানের কণ্ঠে ছুরি বসিয়ে রেখেছেন—অন্ধ, দেখতে পাচ্ছ না। চল, লাসারকে দেখে আসি।

[সকলের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—বৈথনিয়ার কবর স্থান। কাল—প্রভাত।

ইহুদীগণ

প্রঃ ইহুদী। আমরাও যেমন পাগল, পড়েছিও যত পাগলের পাল্লায়।—মরা মানুষ কি কখনো কবর হতে বেঁচে ওঠে? ভাইয়ের শোকে মার্থার মাথা বিগ্‌ড়ে গেছে তাই যীশুকে নিয়ে এল মরা বাঁচাতে।

দ্বিঃ ইহুদী। যদি মরাই বাঁচাতে পারেন তিনি,—এমন

ক্ষমতা রাখেন ? রোমানদেরে মেরে, তেড়ে এ ইহুদী রাজ্যটা স্বাধীন কচ্ছেন না কেন ? রাজা এল, রাজা এল বলে ত দেশে কত জনরব উঠ্‌ল।

তৃঃ ইহুদী। অন্ধ, খঞ্জ, ভূতগ্রস্থ কয়জনকে ভাল করেছেন কি না, তাই দেশ শুদ্ধ লোক যীশুর নামে পাগল।

প্রঃ ইহুদী। তাদের সঙ্গে সঙ্গে যে আমরাও পাগল হয়ে গেলাম এ বড় আশ্চর্য্য ! অন্ধই বল, আর খঞ্জই বল, সব ওর দলের লোক।—শিষ্য, সেবক ত বিস্তর,—তাদের ভেতর থেকে দু'পাঁচ জনকে,—কারো পায়ে পটি, ফটি বাঁধিয়ে, কাকেও চোখ বুজিয়ে জনতার মধ্যে নিয়ে এসে হাজির ; ব্যস্! তারপর দুটি মিষ্টি বুলি ঝাড়্‌লেন, দু চার বার ভগবান ভগবান বলে চেঁচালেন, চোখ, মুখে একটু হাত বুলিয়ে দিলেন,—অন্ধ অম্‌নি চোখ মেলে চাইল, খঞ্জ ছুটে পালাল, —জনতার মধ্যে বাহবা পড়ে গেল।

তৃঃ ইহুদী। দু চার্‌টে অবাক কাণ্ড যে না কচ্ছেন তাও নয়।

প্রঃ ইহুদী। তুমিও যেমন!—অবাক কাণ্ড না ছাই কচ্ছেন, আমি সুমুখে থাকলে সব চালাকী ধরে ফেলে যাদুকে জব্দ করে দিতেম।

তৃঃ ইহুদী। এক দিনের কথা আমি জানি ভাই!

যীশু পাহাড়ের উপর প্রার্থনায় মগ্ন, একটা ভূতগ্রস্থ রোগীর পিতা এল যীশুর কাছে, ছেলেটাকে নিয়ে ;—তাঁর শিষ্যেরা অনেক চেষ্টা করেও ছেলেটাকে ভাল কর্ত্তে পারে নি। যীশুর স্পর্শ মাত্রই ছেলের বুকের ভিতর হতে ভূতটা যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠ্‌ল,—

প্রঃ ইহুদী। তুমি বিশ্বাস কর এ সব ?

তৃঃ ইহুদী। ভূত বিশ্বাস করি না করি, কিন্তু যীশুর হস্তের স্পর্শে যে রোগী ভাল হয়ে গেল এ আমার চাক্ষুষ প্রমাণ।

দ্বিঃ ইহুদী। এখনিই ত চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হবে। ঐ যে তারা আস্‌ছে।

[যীশু ও শিষ্যগণের প্রবেশ]

পিতর। মার্থার মনের কোণে সন্দেহের যে লেশটুকু ছিল, আপনার একটা কথায় মিলিয়ে গেছে।—আপনি যখন উদাত্ত কণ্ঠে বল্‌লেন,—"আমিই জীবন, আমিই মৃত্যু, আমিই আবার পুনরুত্থান।" মনে হল,—ভগবানের স্বরূপ যেন সম্মুখে দেখছি।—

যীশু। কৈ ? লাসারের কবর কৈ ?

প্রঃ ইহুদী। এই যে এখানে। কবর দিয়ে কি হবে ?

যীশু। কবর হতে লাসারকে উঠাব।

প্রঃ ইহুদী। উঠাবেন? জ্যেন্ত, না মরা?

যীশু। জীবন্ত।

প্রঃ ইহুদী। তিন দিনের বাসী পঁচা মড়াকে?

যীশু। যে আমাকে বিশ্বাস করে সে ত কখনো মরে না।

প্রঃ ইহুদী। তুমি কি খ্রাইষ্ট?

যীশু। তুমি নিজেইত সে বলে আমায় সম্বোধন কর্লে।

প্রঃ ইহুদী। তুমি যদি খ্রাইষ্ট হও তবে শুধু লাসারকে কবর হতে তুল্‌তে এলে কেন?—চারদিকে যে কবর দেখছ,—এই সব কবরের মধ্যে কত মায়ের স্নেহের পুতুল, কত পিতার অশ্রুজল সমাধিস্থ হয়ে আছে,...তাদিগকে বাঁচিয়ে দাও না।

যীশু। কেউ ত তাদিগকে বাঁচাবার জন্য প্রাণের একাগ্র নিষ্ঠা নিয়ে আমার কাছে আসে না।—শোকবিধুরা মার্থা এসেছে অতুল বিশ্বাস নিয়ে, ভগ্না মেরী কেঁদে কেঁদে লুটিয়ে পড়েছে,...তাদের চোখের জলে, ভক্তি গলে পড়েছে, বিশ্বাস ঝরেছে,—তাই ছুটে এসেছি, তাদের অশ্রুতে নিজের আঁখিজল মিশাতে, তাদের প্রাণে সান্ত্বনা আনতে।

দ্বিঃ ইহুদী। তোমাদের তর্ক একটু থামাও না ভাই! এঁর কাণ্ডটা দেখি।—মহাশয়, আমাদের সুমুখে লাসারকে

কবর থেকে জ্যেন্ত তুল্‌বেনত ?—না যাদুকরদের মত উপরে একটা কালো কাপড় ঢাকা দেবেন ?

যীশু। এখনো সন্দেহ্‌ ? কি অবিশ্বাস এদের মনে জমাট বেঁধে আছে ! কৈ ? কবর কোথায় ?

শিষ্য ফিলিপ। এই যে প্রভু !

যীশু। কবরের মুখ্‌ হতে পাথর খানা তোল।

শিষ্য ফিলিপ। গুরুদেব !

যীশু। কি ? তোমার মনেও অবিশ্বাস ? উঠাও পাথর।

[ফিলিপ ও অন্যান্য শিষ্যেরা কবরের মুখ হইতে পাথর তুলিয়া ফেলিল]

যীশু। লাসার,—লাসার ! উঠে এস, উঠে এস।

[যখন ইহুদীগণ চোখ টেপাটিপি করিয়া হাসিতে লাগিল, তখন কবর হইতে বস্ত্রাবৃত লাসারের শব উঠিয়া আসিল, সকলে ভয়ে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেল]

যীশু। বস্ত্রের বন্ধনটা খুলে দাও।

[শিষ্যগণ বস্ত্র খুলিয়া ফেলিলে লাসারের জীবন্ত মূর্ত্তি প্রকাশ হইয়া পড়িল]

যীশু। যাও, লাসার ; ভগ্নী মার্থা, তোমার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছে, তার কাছে চলে যাও।

[লাসার চলিয়া গেল]

যীশু। এস—[প্রস্থান]

[শিষ্যগণ গাইতে গাইতে চলিয়া গেল—]

নমো ভগবান !
নমো ভগবান !
তব পুণ্য পরশে
মরণ লভিল প্রাণ।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—পথ। কাল—প্রভাত।

গাঢ় কুজ্ঝটিকায় আকাশ পৃথিবী ঢাকিয়া গিয়াছে। যীরুশালেমের কয়েকজন অধ্যাপক ও ফরীশী দাঁড়াইয়া আছে। তাদের চোখে মুখে উদ্বেগের চিহ্ন প্রকট হইয়া উঠিয়াছে ; এই সময় আরম ও সলেমান প্রবেশ করিল।

অধ্যাপক। কি হে আরম ? কোথায় ?—

আরম। ষড়যন্ত্রের এ গুপ্ত স্থানে দাঁড়িয়ে কার সর্ব্বনাশের মন্ত্রণা কচ্ছ ? এ কুহেলিকাচ্ছন্ন ম্লান প্রভাতের আব্ছায়ায়, দূর হতে তোমাদেরে প্রেতের মত মনে হল, তাই একটা চম্‌ক দিয়ে দেখ্‌তে এলেম। মৃত্যুহীন প্রাণ যার তাকে নিয়ে মরণ খেলা খেল্‌তে পার্ব্বে।

ফরীশী। যাও না গড্ডালিকা ! এখানে কি ? যেখানে রাত দিন ইন্দ্রজালের খেলা চল্‌ছে, ভেল্কী নানা বিস্ময় রচনা

করে তোমাদের চোখে ধাঁধাঁ লাগিয়ে দিচ্ছে, সেখানে ফিরে যাও,—নিজের সমস্ত সত্বাকে একটা যাদুকরের হস্তে সঁপে দিয়ে, তার যাদু যষ্টির ইঙ্গিতে ভেড়ার দলের মত ঘুরে বেড়াওগে। এখানে কি ?

সালেমন। আমরা প্রচার কর্ত্তে এসেছি, আমাদের রাজা প্রকাশ হয়েছেন, আমাদের দুঃখের অবসান হয়েছে,—আমাদের উদ্ধারের আর দেরী নেই।

ফরীশী। রাজা প্রকাশ হয়েছেন ? কে রাজা ? ঐ যাদুকর ?

আরম। কূপ মণ্ডুকেরা ! বাহিরে একবার চেয়ে দেখ,—কি বিপুল সমারোহে রাজার শোভাযাত্রা যীরুশালেমে প্রবেশ কচ্ছে। আসুন সলেমন, আমরা প্রচার কর্ত্তে কর্ত্তে অগ্রসর হই। [প্রস্থান]

[অধ্যাপক ও ফরীশীগণ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া চাহিয়া রহিল।]

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—ধর্ম্মমন্দির সম্মুখস্থ পথ। কাল—প্রভাত।

পথের উভয় পার্শ্বে ইহুদী ও অন্যান্য দর্শকগণের ভিড় লাগিয়াছে। ছদ্মবেশে যেকোব, মাটান ও ফরীশীগণ, অধ্যাপকগণ আসিয়া ভিড়ের মধ্যে দাঁড়াইল।

প্রঃ দর্শক। আমাদের শতবর্ষের আশা আজ পূর্ণ হল। রাজাকে অভ্যর্থনা কর্ব্বার সৌভাগ্য যে লাভ করলেম, এই জন্য পরমেশ্বরকে সহস্র সহস্র ধন্যবাদ।

দ্বিঃ দর্শক। এমন রাজা আর হয়নি, হবেও না। আশ্চর্য্য! একটা ডাকে তাঁর কবর থেকে মরা বেঁচে উঠে আসে—

তৃঃ দর্শক। শুধু মরা বাঁচা?—দেশে বোধ হয় অন্ধ, খঞ্জ আর কেউ রইল না,—রাজার হাতের ছোঁয়া লেগে অন্ধ চোখে দেখ্ছে, খঞ্জ হেঁটে বেড়াচ্ছে।

প্রঃ দর্শক। এবার রোম সম্রাটের শনির দশা। বাছা-ধনকে মজা দেখাচ্ছি। কম নির্য্যাতনটাই কচ্ছে,—সিন্ধুকে টাকা রেখে সোয়াস্তি নেই, মাঠে মাঠে গতর খেটে শান্তি নেই,—কথায় কথায় কর দাও,—এর জন্য একটু উচ্চ কণ্ঠে দুটি কথা বল্লেই অম্নি তার ভাড়া করা সৈন্যগুলি লেলিয়ে দেয়।

[নেপথ্যে—বাদ্যধ্বনি]

তৃঃ দর্শক। চুপ্—চুপ্! বাদ্য শোনা যাচ্ছে,—রাজার

শোভাযাত্রা এসে পড়েছে। ঐ যে, ঐ আমাদের রাজা গর্দ্দভে চড়ে আস্‌ছেন।

প্রঃ দর্শক। না হে, না। ঐ দেখ, গর্দ্দভ হতে নামলেন। ধর্ম্ম-মন্দিরের কাছে এসেছেন কি না, তাই নেমে পড়েছেন। দেখ, দেখ,—সবুজ খর্জ্জুর ডাল নিয়ে বালকগণ কি আনন্দে নৃত্য কর্ত্তে কর্ত্তে আস্‌ছে,—

[বাদকদল সহ যীশুর শোভাযাত্রা প্রবেশ করিল। পুরোভাগে পতাকা ও খর্জ্জুর শাখা লইয়া বালকগণের নৃত্য। দর্শকগণ আনন্দ ধ্বনি করিতে লাগিল]

দর্শকগণ। "হোশান্না!" ধন্য আমাদের রাজা যীশাস্ খ্রাইষ্ট। ধন্য ডেবিডের বংশধর।

যীশুর শিষ্যগণ। "হোশান্না! "হোশান্না!" ধন্য যীশু! ধন্য খ্রাইষ্ট! ধন্য ইস্রাইলের রাজা! ধন্য ভগবান!

জনৈক ফরীশী। [মৃদুস্বরে যেকোবের প্রতি] কাণ্ড দেখছেন ত ?—বিষম—বিষম—! আমাদের সব আশা, গর্ব্ব, সম্মান ধূলায় গড়াবে।

যেকোব। [মৃদুস্বরে] আমি ত গোড়া থেকেই বলছি,— দমন কর, দমন কর; সকলে তখন উদাসীন। সমস্ত দেশ এখন ওর পশ্চাতে—

জনৈক অধ্যাপক। [মৃদুস্বরে] দাঁড়ান, আমি দুটি কথা

ওকে জিজ্ঞাসা করি। [প্রকাশ্যে] যীশু! রব্বি! আপনি আপনার শিষ্যগণকে কেন বারণ কচ্ছেন না?—তারা যে আপনার নামে মিথ্যা জয়ধ্বনি তুল্‌ছে। আপনি কি খ্রাইষ্ট? আপনি কি ইস্রায়েলের রাজা?

যীশু। যা সত্য, তা এদের কণ্ঠে ধ্বনিয়ে উঠ্‌ছে। এরা যদি নীরব থাকে, রাস্তার প্রস্তরগুলি খ্রাইষ্ট খ্রাইষ্ট বলে চেঁচিয়ে উঠ্‌বে। আনন্দ কর,—প্রেম কর,—তোমাদের উদ্ধারের জন্য আমি রক্ত দিতে এসেছি।

[শোভাযাত্রা সহ যীশুখ্রীষ্টের প্রস্থান]

যেকোব। শীগ্‌গির চল, কায়ফার কাছে। আর এক মুহূর্ত্ত দেরী কর না।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—ধর্ম্ম-মন্দিরের মন্ত্রণা-কক্ষ। কাল—প্রভাত।

'ফরীশী' মাটান, পুরোহিতগণ ও অধ্যাপকগণ বসিয়া পরামর্শ করিতেছিল।—

পুরোহিত। কৈ? এখনত এলো না সে?

ফরীশী। বোধ হয়, আমাদের নেতা যেকোবের সঙ্গে কথা ঠিক হয়ে গেছে।

অধ্যাপক। কিন্তু তাকে বিশ্বাস করা যায় কি?

পুরোহিত। অবিশ্বাসের কাজ করবেন, টাকা পাবেন,—কাঁচকলা! ত্রিশ টাকা দেব বলেছিত!

অধ্যাপক। মাত্র ত্রিশ?

পুরোহিত। তাতেইত সে রাজি হয়ে গেছে।

মাটান। যীশু তা হলে ত আচ্ছা সব শিষ্য জুটিয়েছেন?—ত্রিশ টাকায় গুরুর মস্তক বেচে দিচ্ছে!

পুরোহিত। যেমন গুরু, তেমন শিষ্য। গুরুর গুহ্য কথা জানবার ত আর বাকি নেই।—দেশ নাসারত, ব্যবসা-সূত্রধর, বিদ্যা,—বর্ণবোধ। আবার ভগবানের অবতার বলে নিজেকে জাহির করেন, মাঝে, মাঝে রাজগিরিও ফলান—

ফরীশী। কিন্তু কি ভাবে যিহুদা, পেলেষ্টাইনের লোক-গুলো মাতোয়ারা হয়েছে দেখ্‌তে পাচ্ছত?—এই স্বেচ্ছাচার স্রোতে সবলে বাধা না দিলে আমাদের সব গৌরব, ক্ষমতা ডুবিয়ে দেবে।

পুরোহিত। কটা মরা বাঁচালেন কিনা, তাই ওতে লোকের তাক্ লেগে গেছে। আবার শুন্‌লেম,—সেদিন নাকি পাঁচ টুকরো রুটি দিয়ে পাঁচ হাজার অতিথিকে পরিপাটীরূপে খাইয়েছে। চমৎকার ভেল্কী জানে লোকটা!

মাটান। ভেল্কী দেখে মুগ্ধ হলে ত আমাদের চল্‌বে না। তার মস্তক নিয়ে আমাদের মরণ ভেল্কী দেখাতে হবে।

[ব্যস্তভাবে যেকোবের প্রবেশ]

যেকোব। সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ! কায়ফা কোথায়?

পুরোহিত। তিনি ত এখনো আসেননি।

যেকোব। বিষম সংবাদ। লাসারকে বোধ হয় সকলে জান?

অধ্যাপক। জানি বৈ কি।

যেকোব। সে মরেছিল, কবর দেওয়া হয়ে গিয়েছিল, চারদিন পরে এসে নাকি যীশু তাকে বাঁচিয়েছে, এখন নাকি সে খাচ্ছে, দাচ্ছে, দিব্যি ফূর্ত্তি করে বেড়াচ্ছে।

অধ্যাপক। তাইত! ব্যাপার কি?

যেকোব। এখন সে মরুক, বাঁচুক তার জন্য কিছু নেই, চিন্তা দেশের অবস্থা দেখে, চিন্তা আমাদের কথা ভেবে।... যেই ভাবে দেশের লোক তার জন্যে পাগল হয়ে গেছে, ভয় হয় আমাদেরে আর কেউ মান্‌বে না।

পুরোহিত। সত্যই ত।—সমস্ত লোক যে ঐ হতভাগ্যের বিশ্বাসী সেবক হয়ে পড়বে।

[কায়ফার প্রবেশ]

কায়ফা। কায়ফা বজ্র মুঠোয় ওর মৃত্যুদণ্ড ধরে আছে। তাকে খুঁজে বের কর। এক মুহূর্ত্ত দেরী কর না। জাতির মর্য্যাদা, ধর্ম্মের কল্যাণের জন্য এর মৃত্যুর একান্ত প্রয়োজন।

আমি নগরে, পল্লীতে ঘোষণা করে দিয়েছি—তাকে যে ধরে দেবে পুরস্কৃত কর্ব্ব।

যেকোব। সে বন্দোবস্ত আমিও কচ্ছি। তার শিষ্য একটাকে ভাগিয়েছি।

[যিহুদার প্রবেশ]

যেকোব। এই যে। তবে ঠিক ?

যিহুদা। ঠিক বৈ কি। আমরা 'ইস্‌করিয়ো' ,... কখনো দু কথা বলি না। বিশ্বাসঘাতকতা কর্ব্ব না মহাশয় !

যেকোব। তা ত দেখ্‌তেই পাচ্ছি।

যিহুদা। টাকা ত্রিশটি কিন্তু নগদ চাই। এই সব কাজে নগদ বিদায়ই ভাল। ধার, ধোর চল্‌বে না।

কায়ফা। তা দেব। সে জন্য চিন্তা নেই। তবে আমাদের যে সব লোক জন যাবে তারা হয়ত তাকে চিন্‌বে না। তুমি চিনিয়ে দিও। ভুল টুল কর না যেন।

যিহুদা। আজ্ঞে না, তা হবে না। আমি গুরু বলে যার হস্ত চুম্বন কর্ব্ব,—বলে দেবেন, তাকেই যেন বন্দী করে। যাই একটু সাবধানে যেতে হবে, কে পিছু নিয়েছে ঠিক কি।

[প্রস্থান]

কায়ফা। যাক, যেকোব, কাজ অনেক দূর এগিয়ে এনেছ তুমি। একবার চল, হেরোদের প্রাসাদে, সেও

দলে ভিড়্বে,—তার রাজ-গদী নিয়েইত টানাটানি। এস হে সকলে।— [সকলের প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—গেৎশিমানী উদ্যান। কাল—রাত্রি।

যীশু আবিষ্ট হইয়া আকাশের পানে চাহিয়া আছেন; শিষ্যগণ আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিল।—

যীশু। দেখ, দেখ,—যোহন!—কি সুন্দর জ্যোৎস্না! এই জ্যোৎস্নী যামিনীর বিলোল বর্ণ সমারোহে দীপ্ত হয়ে উঠেছে আমার জীবনের শেষ তীর্থ পথ।

পিতর। গুরুদেব!

যীশু। ঐ আলোকিত অনন্ত আকাশের পানে চেয়ে দেখ পিতর!...উপরে ঐ নিরভ্র, নীল, নক্ষত্র পুলকিত প্রসন্ন নীলিমা, নিম্নে শষ্প-শ্যাম, চন্দ্রিকা-চর্চ্চিত বিস্তার মেদিনী, চারদিক ঘিরে মঞ্জুল মুকুল গন্ধ-মোদিত বসন্তের বনানী,—দিগন্ত বিতত ঐ ধূম্র পর্ব্বত গাত্রে দেখ, জ্যোৎস্নার ইন্দ্রজাল কি বিচিত্র বর্ণ লীলায় ঝল্ মল্ কচ্ছে! এত সৌন্দর্য্য যাদের চোখের উপর নিত্য সে চির সুন্দরের আভাস এঁকে দেয়, তারা কেন অসুন্দর হয়? ভালবাস, ভালবাস এই

পৃথিবীকে,...ভালবাস এই পৃথিবীর অসহায় দুর্ব্বল মানব-গুলিকে! ঈশ্বর আমার বুকে যতটুকু প্রেম দিয়েছেন, আজ বিদায়ের ক্ষণে, তোমাদের প্রাণে নিঃশেষে তা ঢেলে দিচ্ছি, তোমরা অহরহঃ এই পূত প্রেমের পসরা নিয়ে, দীন, আর্ত্ত, ব্যথিতের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে যেচে প্রেম বিতরণ কর,... প্রতিদান নিও না,—তার পরিবর্ত্তে নিও তাদের দুঃখ,তাদের ব্যথা।—বড় অনাথ, বড় অসহায় তারা। ঈশ্বরের এই অমূল্য আশীর্ব্বাদ আমি নিজে বিলিয়ে শেষ কর্ত্তে পার্লেম না।—ভগবানের সব দাক্ষিণ্যটুকু দেওয়া শেষ না হতেই আমার যাত্রা হয়ে এল শেষ।

পিতর। সে কি গুরুদেব?

অন্দ্রিয়। ভোজ সভায় আপনি বলেছিলেন,—আমাদের মধ্যে একজন আপনাকে শত্রু করে সমর্পণ কর্ব্বে।—কে সে অভাগা,—গুরুদেব?

যীশু। যার বুকে পাপের ছাপ লেগেছে,...যে শয়তানের লুব্ধ মোহে নিজেকে ধরা দেছে। অন্দ্রিয়!—যে পরের জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ করে সে মহৎ, কিন্তু যে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য তার গুরুকে শত্রু হস্তে অর্পণ করে, সে নিতান্ত কৃপার পাত্র। তাকে ক্ষমা করো,—ভগবানের কাছে তার জন্য অনুতাপ করো।

পিতর। আমাদের মধ্যে কেউ এমন অবিশ্বাসী হতে পারে না।

যীশু। মানুষের হৃদয় ত ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে পবিত্র হয়ে ধরায় আসে, কিন্তু শয়তান, অনেক দুর্ব্বল হৃদয়কে তার কদর্য্যতার বিষ মিশিয়ে বিষিয়ে দেয়, তখন মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়ে। পিতর, তুমি তোমার হৃদয়ের অবিচল পবিত্রতার উপর দৃঢ় বিশ্বাসী ; কিন্তু এ অশুভ মুহূর্ত্তে তোমার এ পবিত্র প্রাণও শয়তানের স্পর্শ লেগে ক্ষণিকের জন্য কলুষিত হয়ে উঠ্‌বে।—তুমি অদ্য রাত্রির মধ্যেই তিনবার আমায় অস্বীকার কর্ব্বে।

পিতর। আমি ?

যীশু। রাত্রির শেষ যামে, যখন কুক্কুট বার বার তিনবার ডেকে আসন্ন দিবসের আগমন ঘোষণা কর্ব্বে,—তুমি তিন বারই প্রতি ডাকের সঙ্গে আমায় অস্বীকার কর্ব্বে।

পিতর। হায় গুরুদেব !

যীশু। ব্যথিত হয়ো না। ভগবান তোমায় শান্তি দিউন। তোমরা সকলে একবার আমার সম্মুখে,—এই চন্দ্রালোকিত দুর্ব্বাদলের উপর এসে দাঁড়াও, আমি নয়ন ভরে তোমাদেরে দেখি।—ভগবানের অপার অনুগ্রহ তোমাদের উপর ! সার্থক কর ;—সার্থক কর।

[শিষ্যগণ সকলে যীশুর সম্মুখে উঠিয়া দাঁড়াইল]

যীশু। ঈশ্বর! ঈশ্বর! আমার শেষ আশীর্ব্বাদটুকু এদের মস্তকে অর্পণ কচ্ছি;—যেন ব্যর্থ না হয়। তুমিই সত্য! তুমিই সত্য। যাও তোমরা। পিতর, যোহন, তোমরা আমার সঙ্গে জাগতে পার্ব্বে?

পিতর। পার্ব্ব বৈ কি গুরুদেব!

যীশু। থাক তবে তোমরা। অন্দ্রিয়, তোমরা যাও।

[ব্যথিত চিত্তে অন্য শিষ্যগণের প্রস্থান]

যীশু। পিতর, তোমরা উদ্যানের ঐ মুক্ত স্থানে, ঐ চন্দ্রলোকে বসে থাক গে। নিরিবিলিতে একটু প্রার্থনা করি। দেখ, ঘুমিও না। এই অসি দুটি তোমাদের কাছেই রাখ।

[পিতর, যোহন প্রভৃতির প্রস্থান]

যীশু। পিতা! পিতা! তোমার যদি ইচ্ছা হয়, সব রকম দুঃখ আমায় দাও।—দুঃখ আমায় উজ্জ্বল কর্ব্বে—তোমার দীপালোকে।—ব্যথার কণ্টক মাল্য যদি তুমি আমার গলায় দুলিয়ে দিতে চাও, দাও প্রভু! আমি তাকে বিজয় মাল্য বলে চুম্বন কর্ব্ব। পিতর!—পিতর! যোহন!—ঘুমিয়েছ? আমার জীবনের এই শেষ রাতটুক আমার সঙ্গে জেগে থাকতে পাচ্ছ না! যোহন,—যোহন,—

নেপথ্যে—যোহন। গুরুদেব!

যীশু। ঘুমিও না। আজ রাতটুকু শুধু জেগে থাক। জানি পিতা! তুমি প্রেমময়, তোমার সে প্রেমের পুরোহিত করে আমায় পাঠিয়েছিলে ধরার দগ্ধ বুকে,—কিন্তু কৈ? পার্লে'ম না ত এই তপ্ত পৃথিবীকে তোমার প্রেমে স্নিগ্ধ করে তুল্‌তে, যদি আমার রক্তে ধরণীর এ সন্তাপ দূর হয়, তবে দাও পিতা!—ঢেলে দাও, তোমার পাত্র পূর্ণ করে আমার প্রতি ধমনীর রক্তটুকু!—শিমোন,—শিমোন! আবার ঘুমিয়েছ? জাগ, জাগ, আকাশ গায়ে এখনো চতুর্দ্দশীর চাঁদ জেগে আছে। পিতর—যোহন—

নেপথ্যে—পিতর। গুরুদেব! জেগেছি আমরা।

যীশু। আর ঘুমিও না, প্রার্থনা কর,—তোমাদের গুরুর অঞ্জলিতে হাত দুটি যুক্ত করে, গুরুর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে ডাক ভগবানকে। ঐ যে কা'রা আস্‌ছে;—শুষ্ক পত্র মর্ম্মরে যেন ধরিত্রী, তাদের নিষ্ঠুর পদাঘাতে পীড়িতা হয়ে আর্ত্তনাদ করে উঠ্‌ছে! পিতর, যোহন!—আবার ঘুমিয়েছ? এস, এস, তোমাদের গুরুর শেষ বিদায়ের আয়োজন কর।

নেপথ্যে—পিতর। যাই গুরুদের!

[পিতর প্রভৃতির প্রবেশ]

যীশু। ঐ দেখ,—উদ্যানের ফটকে মশাল দেখা যাচ্ছ, ঐ দেখ,—আমাকে ধরবার জন্য সৈন্যগণ আস্‌ছে। মশালের

আলোকে তাদের মস্তকের শিরস্ত্রাণ, হস্তের কৃপাণ বৃক্ষের ফাঁকে, ফাঁকে ঝক্ মক্ করে উঠছে।

[সশস্ত্র সৈন্যগণ প্রবেশ করিল, তাদের হস্তে মশাল, বর্শা ও লণ্ঠন। সৈন্যগণের পশ্চাতে, পশ্চাতে মাটান, পুরোহিত, যাজক ও ফরীশীগণ যিহুদাকে সঙ্গে করিয়া প্রবেশ করিল]

যীশু। এঁ্যা! যিহুদা? তুমি আজ শত যিহুদা হয়ে এলে? আমি প্রতি মূর্ত্তিতে যে তোমায় দেখছি।—তেমনি, বক্র নয়ন, কুটীল অধর, বিশ্বাসঘাতক মুখ ভঙ্গী! সৈন্যগণ! তোমরা কার সন্ধানে এসেছ?

সৈন্য। নাশারতের যীশুর।

যীশু। যীশুকে চাও? কেন? কি প্রয়োজন? আমিইত যীশু!—ভগবানের সন্তান,—নাশারতের যীশাস্ খ্রাইষ্ট। কি? সব স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছ যে? কাকে চাও?

সৈন্য। নাশরতের যীশুকে।

যীশু। আমিইত সেই।

যিহুদা। [হস্ত চুম্বন করিয়া] রব্বি! গুরুদেব! এরা আপনাকে চিন্‌তে পারে নি।

যীশু। যিহুদা! তোমার ঠোঁটে এত বিষ মাখিয়ে রেখেছ? তোমার স্পর্শে সর্ব্বাঙ্গ আমার যে বিষিয়ে যাচ্ছে,—

মাটান। বাঁধ একে।

[সৈন্যগণ আসিয়া যীশুকে আঘাত ও বন্ধন করিতে লাগিল, এই সময় পিতর অসির দ্বারা সৈনিক একজনকে আঘাত করিল]

যীশু। অসি কোষ বদ্ধ কর পিতর। এত দিন তোমাদেরে কি শিক্ষা দিলেম?—আমার সুমুখেই তা ব্যর্থ কচ্ছ? আজ মৃত্যুর অমৃত পূর্ণ পাত্র পিতা আমার অধরে ধরেছেন, আমি তা পান কর্ব্বনা? [হস্ত প্রসারিত করিয়া] নাও, বন্ধন কর।

[সৈন্যগণ যীশুকে বন্ধন করিয়া লইয়া যাইতে লাগিল]

যাজক। যীশু, তুমি নাকি মরা বাঁচাও, এখন নিজকে বাঁচাতে পার না?

ফরীশী। জোর্‌সে কোড়া লাগাও। এতদিন লোকের হল্লায় তোমাকে আয়ত্ত কর্ত্তে পারিনি;—আজ দেখ্‌ছ যীশু, সব পালিয়েছে,—তোমার শিষ্যেরা পর্য্যন্ত। সৈন্যগণ শিগ্‌গির লে চলো —   [সকলের প্রস্থান]

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—সিয়োন পর্ব্বতের প্রাসাদ। কাল—রাত্রি।

প্রধান যাজক কায়ফা, নাটান, যেকোব ও অন্যান্য ইহুদীগণ, ফরীশীগণ বসিয়া মন্ত্রণা করিতেছিল।

কায়ফা। যেকোব, যীশুর বিচারের জন্য তোমাকেও

জজ নিযুক্ত কর্লেম,—আরো যে কয়জনকে করেছি, তারা আমার ইঙ্গিতেই বিচার কর্ব্বে।

যেকোব। বিচারত নয়।—তার একটা অভিনয় কর্ব্ব মাত্র। মৃত্যু-দণ্ডত ওর আপনিও বিধান করেছেন,—আমরাও সে দণ্ডাদেশ দিয়ে রেখেছি।

কায়ফা। তা সত্য। তবে বিচার ব্যাপারটা এমন দেখাবে,—এমন খাসা অভিনয় কর্ব্বে,—যেন কোনো লোকে টু শব্দ না করে।

মাটান। কার সাধ্য ? অম্নি ধর্ব আর জেলে পূর্ব। সৈন্য-বল যখন আমাদের হাতে, আইন কানুন তখন আমাদের তরবারির মুখে।

যেকোব। হেরোদের প্রাসাদে যখন সৈন্যগণকে আন্তে গেলাম, হেরোদের কি উল্লাস তখন!—আজ দেশ শুদ্ধ ঐ ভণ্ড, প্রতারকের মৃত্যু কামনা কর্চ্ছে। আরম, সোলেমান পর্য্যন্ত বিগ্ড়ে গেছে। তাদের বড় আশা ছিল,—রাজ্য পাবে, যীশুর বুজরুকী ধরা পড়াতে তাদের বুক হতাশায় ভেঙ্গে পড়েছে।

কায়ফা। ঐ যে নিয়ে আস্ছে। মেরে হাড় গুড়ো করে দিচ্ছে। বাঃ!—কি রাজগিরিই কদিন ফলালেন।

[প্রহার করিতে করিতে যীশুকে লইয়া সৈন্যগণ প্রবেশ করিল, তাহাদের পশ্চাতে পিতর প্রবেশ করিয়া প্রহরীদের কাছে দাঁড়াইয়া রহিল]

কায়ফা। একি ? একি অত্যাচার ? খুলে দাও, খুলে দাও। এর হাতের শৃঙ্খল ? একে চিনতে পাচ্ছ না তোমরা ?—এযে যীশু,—কত অন্ধ, আতুর এর হস্তের স্পর্শে ভাল হয়ে গেল, আর তোমরা এমন করে এর উপর অত্যাচার কচ্ছ ?

মাটান। এর বিরুদ্ধে আমাদের গুরুতর অভিযোগ।

কায়ফা। কি অভিযোগ ?

পুরোহিত। আমাদের ধর্ম্ম-মন্দির নাকি এ ভেঙ্গে তিন দিনে আবার গড়ে দিতে পারে।

কায়ফা। এঁ্যা ! এমন অন্যায় কথা তুমি বলেছ ? কি ? চুপ করে আছ যে ?

মাটান। আরো বল্‌ছে যে,—সে ঈশ্বরের পুত্র খ্রাইষ্ট।

কায়ফা। তুমি খ্রাইষ্ট ? এমন মিথ্যা কথা প্রচার কচ্ছ ? ছিঃ—ছিঃ। প্রতারক, হীন, ব্যভিচারী ! এই মিথ্যা কথা উচ্চারণ কর্ত্তে তোমার কণ্ঠ রুদ্ধ হল না ? মস্তকের কেশ গুলি কেঁপে উঠ্‌ল না ? ছিঃ—ছিঃ ?—এ প্রাণদণ্ড যোগ্য। নিয়ে যাও একে বিচারকগণের কাছে। [প্রস্থান]

ইহুদি। এ কে ? এইত যীশুর এক জন শিষ্য ?

পিতর। আজ্ঞে না। যীশু কে? আমি ত তাকে চিনি না।

[নেপথ্যে কুক্কুট ডাকিয়া উঠিল]

[সলেমন্ ও আরমের প্রবেশ]

সলেমন্। কৈ? কৈ? যীশু কৈ? নাশারতের অবতার? লাগাও কোড়া আচ্ছা করে। হতভাগা কি ভুলেই আমাদিগকে ভুলিয়ে রেখেছিল!

আরম। আমি এই কণ্টক খচিত রাজ মুকুট এনেছি, নাশারতের রাজাকে পরিয়ে দাও হে।

মাটান। আমি এনেছি এই উজ্জ্বল রক্তবর্ণ রাজ বসন।

[আরম আসিয়া যীশুকে রক্তবস্ত্র ও কণ্টক মুকুট পরাইয়া দিল]

আরম। নমস্কার। ইস্রায়েলের রাজা,—নমস্কার।

সলেমন। দাও, সকলে ওর মুখে থু থু! ভণ্ড, বদমাস, বদখত!—এ কে আবার?—ওঃ, এযে রাজার চেলা দেখ্‌ছি।

পিত্তর। আজ্ঞে না, ঈশ্বরের শপথ অমি যীশুকে চিনি না।

[নেপথ্য কুক্কুট ডাকিয়া উঠিল]

মাটান। কুক্কুট ডাক্‌ছে রাত্রি প্রভাত প্রায়। বিচার সভায় নিয়ে যাও একে।

[যীশুকে লইয়া সৈন্যগণের প্রস্থান]

পিতর। প্রভু! এ অধম পাতকীকে মার্জ্জনা কর। [প্রস্থান]

অষ্টম দৃশ্য

স্থান—প্রান্তর। কাল—রাত্রি—নিশীথ।

যিহুদা

যিহুদা। টাকা ত্রিশটি তাদের মুখের উপর ছুঁড়ে মেরে চলে এসেছি। কায়ফা না কাফের? উঃ! জ্বল্‌ছে—জ্বল্‌ছে! হাত পুড়ে খাক্ হয়ে গেল! এই যে আঙ্গুলের নখে নখে অগ্নি শিখা! এই হাতে...এই আঙ্গুলে মুঠো করে টাকা নিয়েছিলেম,...কে জানত টাকার ভিতর এমন বিষের আগুণ পোরা? উঃ! হুঃ উঃ! অসহ্য যন্ত্রণা! গুরুদেব! গুরুদেব কি নিদারুণ অভিশাপ তোমার? এঁ্যা!...নরক! নরক! বিশ্বাসঘাতককে নরকে টেনে আন্‌লে কে?—কায়ফা, তুমি? উঃ! কি অন্ধকার! শ্বাস্ ফেল্‌তে পাচ্ছি না। এঁ্যা! অন্ধকারের বুক চিরে, চিরে ঐ লক্ লক্ অগ্নিময় বিষধরের জিহ্বাগুলি ছুটে আস্‌ছে! কোথায় যাব? পালাব কোথায়? ওরে 'সুডকী', ওরে 'ফরীশী', ওরে কায়ফা? আয় তোরা, এক সঙ্গে নরকে ডুবে মরি। না—না। আমি তোদের সঙ্গে ডুব্‌ব না। তোরা পচে মর, নরকে পচে মর...টাকা ত্রিশটি নিয়ে আয়, তোদের গলায় বেঁধে দিই,—শীগ্‌গির ডুব্‌তে পার্ব্বি। আমি ফাসি যাব। ঐ যে গাছের ডাল হেলিয়ে আছে;—যাই ঝুলে পড়ি,—

[গলায় ফাঁস লাগাইয়া গাছে উঠিয়া ঝুলিয়া পড়িল]

নবম দৃশ্য

স্থান—পীলাতের সভা গৃহ। কাল—প্রভাত।

ইহুদীগণ বন্ধনাবস্থায় যীশুকে সৈন্যবেষ্টিত করিয়া পীলাতের সম্মুখে উপস্থিত করিল, সঙ্গে সঙ্গে যাজক ও ফরীশীগণ প্রবেশ করিল।

পীলাত। রক্তে স্নান করিয়ে একে আবার আমার সম্মুখে নিয়ে এলে?

জনৈক যাজক। বিচারে এর মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়েছে।

পীলাত। আমি কিন্তু মৃত্যুদণ্ড যোগ্য কোন দোষ এর দেখি না।

যাজক। বিচারে যে এর দোষ প্রমাণ হয়ে গেছে। সম্রাট কৈসরের বিরুদ্ধে এ সমারোহে অভিযান করে যীরুশালেমে প্রবেশ করেছে!—তবু একে নির্দ্দোষ বল্‌বেন?

পিলাত। কিন্তু শুনেছি,—সে অভিযানে এর সঙ্গে কোনও সৈন্য, কোনও অস্ত্র, কোনও অশ্বারোহী ছিল না, ছিল,—দেশের অন্ধ, আতুর অভাজনেরা। তা যাক্। আমি একে কিছু শাস্তি দিয়ে মুক্তি দেব। আমাদের এই নিস্তার পর্ব্বোৎসবে একজনকে ত মুক্তি দিতে হবে?—একেই দেব।

সকলে। এমন কাজ কর্ব্বেন না মহারাজ! এক ক্রুশে দিন, ক্রুশে দিন।

ফরীশী। তার পরিবর্ত্তে বারব্বাকে মুক্তি দিউন। এই ধর্ম্মদ্রোহী, রাজদ্রোহীকে ছাড়বেন না মহারাজ?

পীলাত। বারব্বাকে?—সে নর ঘাতক দস্যুকে? তবু একে নয়? যাক তবে।—তোমাদের জনমত জয় হোক। কিন্তু এ হত্যার পাপ তোমাদের উপর রইল।

জনৈক ইহুদী। তাই হোক। এই পাপ আমরা গৌরবের সহিত গ্রহণ কর্ব্ব।—আমাদের সন্তানগণের উপরও এই পাপ রইল।

পীলাত। যাক। এই রক্তপাতে আমি নির্দ্দোষ।

[দণ্ডাজ্ঞায় সই করিয়া] জল দাও, হস্ত ধুয়ে এই পাপ মুছে ফেলি। নিয়ে যাও এইখান হতে।

[ভৃত্য জল লইয়া আসিলে পীলাত হস্ত প্রক্ষালন করিলেন]

[যীশুকে লইয়া সৈন্যগণ প্রস্থান করিল। সঙ্গে সঙ্গে অন্যেরাও চলিয়া গেল]

দশম দৃশ্য

স্থান—কল্‌ভারির হত্যা-স্থান। কাল—প্রহরাতীত বেলা।

কল্‌ভারির সে ভীষণ স্থানে বহু জনতা হইয়াছে। ক্রুশফলক বহন করিতে করিতে সৈন্যগণ পরিবেষ্টিত হইয়া যীশু প্রবেশ করিলেন,—হঠাৎ অবসন্ন হইয়া মাটিতে লুটাইলেন, তারপর ধীরে ধীরে উঠিয়া বলিলেন—

যীশু। ঈশ্বর! ঈশ্বর! এদেরে ক্ষমা কর! এরা জানে

না কি পাপ এরা সঞ্চয় কচ্ছে। ক্ষমা কর পিতা! ক্ষমা কর—

[নেপথ্যে ভীষণ ক্রন্দন উঠিল]

যীশু। মা! মা! যীরুশালেমের মা, ভগ্নীগণ! তোমরা আমার জন্য ক্রন্দন কর না;—কর, তোমাদের সন্তানদের জন্য। ঈশ্বরের ভীষণ অভিশাপ বজ্ররূপে তাদের মস্তকের উপর সজোরে নেমে আস্‌ছে,—তাদের জন্য ক্রন্দন কর মা! লোকের অসংযত রসনা, তখন তোমাদের নিন্দায় মুখর হয়ে উঠ্‌বে,—কেন এদেরে গর্ভে ধরেছিলে?—কেন নিঃশেষে তোমাদের মর্ম্ম নিংড়ে স্তন্যরূপে এদের মুখে ঢেলে দিয়েছিলে? কাঁদ, কাঁদ মা, তাদের পরিণাম ভেবে।—তোমাদের নয়ন জলে, এদের বুকের জমাট হিংসা গলে যাক।

মাটাম। দেরী কচ্ছিস্‌ কেন?—শীগ্‌গির কাজ সেরে ফেল।

[সৈন্যগণ যীশুকে ভূমিতলে শয়ান করাইয়া ক্রুশবিদ্ধ করিয়া তুলিয়া দিল]

যীশু। পিতা! পিতা! এদেরে ক্ষমা কর, ক্ষমা কর।

ক্রোড় অঙ্ক।

দৃশ্য—স্বর্গ।

-একটা আলোক বেষ্টনী মধ্যে ঈশ্বরের কোলে যীশু খ্রীষ্ট নিম্নে—পৃথিবীতে শিষ্য ও আর্ত্তজন ঊর্দ্ধপানে চাহিয়া গাইতেছিল :—

নির্ব্বান তব দীপ
অন্তরে মম জ্বালো।
সব দৈন্য দীপ্ত করে
চিত্তে মোর পুণ্য কিরণ ঢালো।
আঁধারে লুণ্ঠিত শত প্রাণ
ডাকে তোমারে ভগবান।—
কোথা আলো?—কোথা আলো?



সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক

শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রণীত অন্যান্য বই ঃ—

চিতোর গৌরব [তৃঃ সং]—॥০ নন্দের পাগল [দ্বিঃ সং]—॥০ কর্ণ—॥০—সিদ্ধার্থ—॥০ গুরুরাম দাস—॥০ রক্তের লেখা—॥০ প্রেমের পথে—॥০ টাকার পূজা (কৌতুক নাট্য)—॥০ হর্ষবর্দ্ধন—॥০

বঙ্কিমবাবুর হাসির গল্প—আক্কেল গুড়ুম—।০

বসুমতী সম্পাদক—সাহিত্য রথী শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদের

রসের গল্প—গোঁফখেজুরে—॥০

শিশু-নাট্য যাদুকর শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন প্রণীত

শিশু-নাটক—কুরুক্ষেত্র—॥০ হলদিঘাট—॥০

সুলেখক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার সেন বি, এল প্রণীত

ছোটদের নাটক—অস্ত্রলাভ—॥০

সুলেখিকা শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবী প্রণীত

বীররাণী—।০ বাহাদুর—।/০

বঙ্কিমবাবুর মোহনিয়া তুলির লিখন ঐতিহাসিক চিত্র

"রাজ্যশ্রী"—।৵০ (যন্ত্রস্থ)

মজার গল্প—"দৈত্যের দেশে"—।০ (যন্ত্রস্থ)

যোগেন্দ্র পাব্‌লিশিং হাউস্

১০৮নং গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, শালিখা, হাওড়া

